প্রতিবাদী কলম

PRATIBADI KALAM ● Daily ● 12th Year, 339 Issue ● 18 December, 2021, Saturday ● ২ পৌষ, ১৪২৮, শনিবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

বায়ু দূষণে আগরতলা শীর্ষে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। ছোট শহর আগরতলা, একটিও বলার মত কোনও শিল্প কারখানা নেই এই শহরে। শহরতলির জুটমিল বহু বছর ধরেই ধুঁকছে। চলছে নাকি চলছে না,সেটাই বোঝা যায় না। তবু এই শহর উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বায়ু দূষণের নিরিখে তালিকার একেবারে উপরে। দিল্লি ভিত্তিক একটি সংস্থার রিপোর্টে তেমনই জানানো হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে উত্তর-পূর্বে বেড়েই চলেছে বায়ু দূষণের মাত্রা। এই অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি দূষিত শহর গুয়াহাটি।

গাড়ি বেড়ে যাওয়া, যানজট, দূষণ নিয়ন্ত্রণের নিয়ম না মানা এবং কঠিন জ্বালানি ব্যবহারই মূল কারণ। বায়ু দূষণের মাত্রায় বিশেষ নজরদারি ও ন্যাশনাল গ্রিন এয়ার প্রোগ্রামে কাজ করা জরুরি বলে রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছে। আগরতলায় নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা দুপুর একটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা'র মধ্যে পাঁচগুণ বেড়ে যায়। দেওয়ালির রাতে পার্টিকুলেট

ফাইল ছবি

ম্যাটার ২.৫ স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায় সাড়ে তিনগুণ পর্যন্ত। কিন্তু দুর্বল নজরদারি, অপ্রতুল-তথ্যে এই ঝুঁকি বাড়িয়ে চলেছে।' ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিয়নের (এনসিআর)মতই শীতে গুয়াহাটির বায়ু দূষণ বেড়ে যায়। আগরতলার মত ছোট শহরেও বাড়ছে,' বলেছে রিপোর্ট। উল্লেখ্য, দিল্লির বা এনসিআর'র বায়ু দূষণ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে প্রতিবছরই আলোচনা হচ্ছে, আর আগরতলার মত জায়গায় বায়ু দূষণ মাপার ব্যবস্থাই সামান্য। পরিকাঠামোর দুর্বলতার কথা রিপোর্টে বলা হয়েছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ"র শীতঘুম সারা বছরই থাকে। বাজি পোড়ানো কিংবা কালো ধোঁয়ার গাড়ি, কিংবা ক্রমাগত ধোঁয়া ছাড়া অটোরিকশা রমরমিয়ে চলে। ব্যস্ত এলাকা এলাকা ছাড়িয়ে, মূল বাণিজ্যিক এলাকা এড়িয়ে, শহরের তুলনায় শান্ত গোর্খাবস্তি, যেখানে পর্ষদের অফিস সেখানে আর বড়দোয়ালিতে মাপা হয়, পত্রিকায় বিকাল চারটার রিডিং দেওয়া হয়, তাতেও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশিই থাকে। সাথে আছে শব্দ সন্ত্রাস। সারারাত মাইক বাজে শীতের দিনে, সেই নিয়ে পর্ষদ বা প্রশাসনের ভূমিকা নেই, অথচ হাইকোর্টের অন্তত দুইটি নির্দেশ আছে এই নিয়ে। আগরতলায় নালিশ জানানোরও সহজ কোনও ব্যবস্থা নেই।

দেরি হলেই জরিমানা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,১৭ ডিসেম্বর।। কোনও নির্মাণ কাজে দেরি হলে সেই ঠিকেদারকে জরিমানা করার সুপারিশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পূর্ত দফতরের নির্মাণ বিষয়ে তিনি প্রতিদিন দেরির জন্য একহাজার টাকা করে অফিসারদের জরিমানা করার নিয়মটি উল্লেখ করে সুপারিশ করেছেন টেন্ডার ফর্মেই যেন লিখে দেওয়া হয় দেরির জন্য কত লাখ টাকা জরিমানা করা হবে। তিনি বলেছেন, ঠিকেদাররা আদালতে নিয়ে যান সরকারকে, কারও কারও কাজই হচ্ছে টেন্ডার নিয়ে "ক্লেইম" করে বসে থাকা। এটা চলবে না, দুই তরফেই থাকতে হবে। কোনও একটি কাজের উদাহরণ দিয়ে আঙুলে বছর গুণে বলেছেন 'কাজ এখনও চলছে।'

২৫ বছরের সংকল্প

প্রেস রিলিজ

নতুন প্রজন্মের জন্য সুনিশ্চিত ও সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। সেই লক্ষ্যে আগামী ২৫ বছরের রূপরেখা স্থির করে কর্ম পরিকল্পনা রূপায়ণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার রাজধানীর প্রজ্ঞাভবনে আয়োজিত 'ভিশন ২০৪৭-ত্রিপুরা' শীর্ষক দু'দিনের কর্মশালার উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। প্রাথমিকভাবে ৬টি সূচক ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করে তিন মাস আগে থেকে এই লক্ষ্যে রাজ্যে কাজ শুরু হয়েছে। এই ক্ষেত্রগুলি হলো যথাক্রমে প্রাথমিক ক্ষেত্র, সামাজিক ক্ষেত্র, শিল্প ও বিনিয়োগ, পরিকাঠামো, যোগাযোগ ও লজিস্টিক, পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন, গভর্ন্যান্স। পরিকল্পনা ও সমন্বয় দফতর এবং সেন্টার ফর গুড গভর্ন্যান্স, সিপার্ড'র সমন্বয়ে এ বিষয়ে কাজ শুরু হয়। রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এই পর্যন্ত রূপায়িত বিভিন্ন কাজ পর্যালোচনা ও রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদদের পরামর্শ গ্রহণ করা হবে। কর্মশালার দ্বিতীয় দিনে মন্ত্রিসভার ● এরপর দুইয়ের পাতায়

আক্ষেপ প্রধান বিচারপতির

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। তদন্তমূলক সাংবাদিকতা আর সেই অর্থে দেখা যায় না ভারতে। আক্ষেপের সুরে এমনটাই বলেছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানা। সাংবাদিক ইউ সুধাকর রেড্ডির লেখা একটি বই প্রকাশের অনুষ্ঠানে অনলাইনে যোগ দিয়েছিলেন প্রধান বিচারপতি। সেখানেই তার আক্ষেপ, আগে যেভাবে আলোড়ন ফেলা খবর প্রকাশ করত সংবাদমাধ্যম, তেমনটা আর দেখা যায় না এখন। প্রধান বিচারপতি বলেছেন, 'আমি আজকের সংবাদমাধ্যমের বিষয়ে ব্যক্তিগত মতামত জানানোর স্বাধীনতা চাইছি। দুর্ভাগ্যবশত ভাবে তদন্তমূলক সাংবাদিকতা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দুনিয়া থেকে।' ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সমষ্টিগত ব্যর্থতা মিডিয়াকে তুলে ধরতে হবে বলে মনে করেন প্রধান বিচারপতি। তার কথায়, জনগণকে সচেতন করার দায়িত্ব নিতে হবে সংবাদমাধ্যমকে। ভারতীয় সাংবাদিকরা আগে এমন অনেক খবর করতেন বা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হতো, তাতে দেশজুড়ে যথেষ্ট আলোড়ন তৈরি হতো। কিন্তু সেসব অনেক পুরোনো কথা। সেরকমটা এখন আর দেখা যায় না। দেশে তদন্তমূলক সাংবাদিকতাই বা হয় কোথায়! রীতিমতো আক্ষেপের সুর শোনা গেল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানা'র কথায়। প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, 'আমাদের বড় হয়ে ওঠার সময় ● এরপর দুইয়ের পাতায়

শীর্ষ আদালতের রায়ে থরহরিকম্প প্রশাসনে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,১৭ ডিসেম্বর।। রাজ্যের প্রায় প্রতিটি জেলার জেলাশাসক এবং মহকুমা শাসকদের মাথায় ভাঁজ পড়ার মতো অবস্থা! দেশের শীর্ষ আদালত গত বৃহস্পতিবার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, প্রতিটি রাজ্যে ভারতীয় রেলের জায়গা যারা বেদখল করে রেখেছে — তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। নেবে

কি তবে এবার আতশকাচের তলায় পড়বেন? প্রশ্ন উঠছে, নেতা-নেত্রীরা যারা নানা সময়ে বাম এবং রাম আমলে এই বিষয়টিকে জেনেও প্রশ্রয় দিয়েছেন, উনারাও কি আলোচনায় উঠে আসবেন। আগামী এক-দু'মাসের মধ্যেই বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে যাবে। রাজ্য সরকার শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশিকা কোন্ পদ্ধতিতে পালন ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য প্রশাসন। শুধু তাই নয়, শীর্ষ আদালত এও নির্দেশ দিয়েছেন, প্রত্যেকটি রাজ্যে যেসব সরকারি আধিকারিকদের গাফিলতির জন্য রেলওয়ের জায়গা বেদখল হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। গত বৃহস্পতিবারের জারি হওয়া এই রায়ে শুক্রবার সকাল থেকেই থরহরিকম্প রাজ্য প্রশাসনে। মহাকরণে এদিন দিনভর গুঞ্জন চলেছে, বিভিন্ন সময়ে যেসব সরকারি উচ্চ আধিকারিকরা ভারতীয় রেলের জায়গার উপর বেদখল জমির বিষয়টি জেনেও না জানার ভান করে এসেছেন, তারা করেন, তার উপর সবকিছু নির্ভর করবে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের একটি রায় ঘোষণার পর রাজ্যের বহু রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের রীতিমতো ঘুম উবে যাওয়ার অবস্থা! দেশের সমস্ত রাজ্যগুলোকে কড়া ভাষায় শীর্ষ আদালত তথা সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, ভারতীয় রেলের অন্তর্ধীন জমিতে যতসব বেদখলদারি আছে, তা অচিরেই দখলমুক্ত করতে হবে। এই নির্দেশিকাটি জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে বহু সরকারি আধিকারিক এবং রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের। রাজ্যে এখন আগরতলা থেকে ধর্মনগর, উদয়পুর থেকে বিলোনিয়া — দিকে দিকে রেলস্টেশন রয়েছে। বহু রেলস্টেশনের আশেপাশেই প্রচুর জমি বেদখল হয়ে আছে। বৃহস্পতিবার দেশের সর্বোচ্চ আদালত স্পষ্টত ভারতীয় রেলকে নির্দেশ দিয়ে বলেছে, প্রত্যেকটি রাজ্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বেদখল জমি দখলমুক্ত করার দায়িত্ব নিতে হবে। শুধু তাই নয়, উচ্চ আদালত কড়া ভাষায় বলেছে, যেসব কেন্দ্রীয় এবং সরকারি আধিকারিকরা নিজেদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন বলে বহু জায়গা বেদখল হয়েছে, সেইসব সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও 'স্ট্রিংজেন্ট অ্যাকশন' নিতে হবে। ভারতীয় রেলের অন্তর্ধীন দেশের দ্রোণ দ্রোণ জমি বেদখল হয়ে আছে। প্রধানত প্রত্যেকটি রেলস্টেশনের এক-দুই কিলোমিটারের মধ্যে জনবসতি, দোকানঘর, বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা ইত্যাদি বছরের পর বছর চলে আসছে। উচ্চ আদালতের এই রায় রাজ্যেও প্রভাব ফেলবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা। ভারতীয় রেলের তরফে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল কে এম নটরাজ উচ্চ আদালতকে প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন, দেশজুড়ে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ নিজেদের বেদখল জমিকে মুক্ত করার জন্য সমস্ত ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তিনি বলেন --- 'আমরা বেদখল জমিকে মুক্ত করার জন্য অতি শীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করব। মাননীয় উচ্চ আদালত আমাদের কাজকর্ম ● এরপর দুইয়ের পাতায়

ভুল লেখায় সতর্কতা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি সফল আন্দোলন করেছে ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই। নাম ছড়িয়েছে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সম্রাট রায়'র। সেসবই ধুলোয় মিটিয়ে দিচ্ছে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়'র সামনে লাগানো এনএসইউআই'র একটি ব্যানার। কোভিড বিষয়ে সচেতন করে ইংরেজি ভাষায় লেখা সেই ব্যানারে মারাত্মক সব ভুল। লেখা আছে, 'Be Aware from .... ', ছোট বাচ্চারাও জানে, এখানে "ফ্রম"-র বদলে "অব" হওয়া দরকার। এক জায়গায় "Forget" বানানেও ভুল আছে। বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনার সর্বোচ্চ জায়গা, সেখানে এমন ভুল করে ব্যানার লাগানো, লজ্জাজনক। ভুল ব্যানার লাগিয়ে তা রেখে দেওয়া আরও লজ্জাজনক।

পৃষ্ঠা ৪

উত্তপ্ত কোহিমা, আফস্পা তোলার ডাকে হাজার হাজার মানুষের আন্দোলন

প্রাথমিক শিক্ষায় শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ

আগুন নিয়ে খেলছেন প্রদ্যোত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। কংগ্রেস সভাপতি থাকাকালীনও কোনওদিন গো-ব্যাক শব্দ শুনতে হয়নি বুবাগ্রা প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণকে। পুইলা জাতি উলু পার্টির জনক কংগ্রেস ছেড়ে এনজিও করলেন। এরপর রাজনৈতিক দল। সেই দল একেবারে এডিসির ক্ষমতার মসনদে বসে গেলো কয়েক মাসের মধ্যেই। গোটা এডিসি এলাকায় এখন প্রদ্যোত মাণিক্যের রাজত্ব। এমন পরিস্থিতিতে একেবারে খাস খুমুলুঙ-এ দাঁড়িয়ে প্রদ্যোত মাণিক্য মিছিলের ধ্বনি শুনলেন বুবাগ্রা গো-ব্যাক। এমন দুঃস্বপ্ন বোধ হয় কোনওদিন তিনি কল্পনাও করতে পারেননি কিংবা তাকে পেয়ে আসতে পারে জনজাতিদেরই একাংশ আবার সেই খুমুলুঙ-র মাঠে দাঁড়িয়েই চোখের জল ফেলতে হবে এডিসির ক্ষমতাসীন দলের চেয়ারম্যানকে, যিনি নিজেকে এখনও রাজা বলেই দাবি করেন। বার বার তাকে ক্ষমা চাইতে বলে চালচুলোহীন এক নেত্রীর কাছে — দুঃসময় যে এত তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে আসবে তা বোধ হয় তার কল্পনার অতীত ছিল কয়েক ঘণ্টা আগেও। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে অন্যখানে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলছেন, প্রদ্যোত মাণিক্য অত্যন্ত সুকৌশলে তার দলের সঙ্গে উপজাতিভিত্তিক অন্যান্য দল ও সংগঠনের বিরোধকে বাইপাস করতে গিয়ে প্রদ্যোত মাণিক্য কার্যত আগুন নিয়ে খেলা শুরু করে দিয়েছেন। খুমুলুঙ-র মাঠে দাঁড়িয়ে তিনি গর্জন করে বলেছেন, জনজাতিরা জনজাতিদের বিরুদ্ধে লড়ছেন কেন, লড়তে হলে বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে লড়ুন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন চলে আসে, কোনও একজন দায়িত্বশীল নাগরিক এভাবে কোনও জনগোষ্ঠীর মানুষকে অন্য একটি দেশের নাগরিকদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্ররোচনা দিতে পারেন কিনা? মানবাধিকার দিবসের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা পিপলস ফ্রন্টের জমায়েতে হামলা করেছে তার নিজের দল তিপ্রা মথা। দুই দলের মারপিটে খোদ প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের মার খাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তিনি নিজেই কেঁদে ভাসিয়েছেন। কিন্তু ● এরপর দুইয়ের পাতায়

রাজ্যে দিল্লির বাতিল গাড়ির প্রতারণা চক্র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। রাজ্যে একটি দু'নম্বরী গাড়ি চক্র বেড়ে উঠেছে। চক্রটি জেলায় জেলায় নিজেদের 'এজেন্ট'কে নিয়োগ পর্যন্ত করছে। বিভিন্ন সূত্রের খবর অনুযায়ী ওই দুষ্ট চক্রটি দিল্লির 'বাতিল হয়ে যাওয়া হাজারো গাড়িকে কেন্দ্র করে ব্যবসার জাল পেতেছে'। এই চক্রের মূল মাথা মোট ছয় জন। দু'জন পশ্চিম জেলার, একজন খোয়াই জেলার, একজন গোমতী এবং অন্য দু'জন দক্ষিণ জেলার। রাজ্য পুলিশের কাছে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে বলে একাংশের অভিমত। কিন্তু আরেকটি মহল এই বিষয় নিয়ে বলছে, এখনও মূল চক্রের হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। কি কাজ ওই চক্রের? অভিযোগ যদি সত্যি প্রমাণিত হয়, তাহলে চক্রটি দিল্লির 'মৃত' গাড়িগুলো নিয়ে কারবার করবে। সম্প্রতি ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল এক নির্দেশ মূলে দিল্লি সরকারকে স্পষ্টত জানিয়ে দিয়েছে, দিল্লিতে কোন্ গাড়িগুলো বৈধ এবং কোন্ গাড়িগুলোকে অবৈধ বলে মানা হবে। তাতে দেখা গেছে, দিল্লিতে প্রায় আটত্রিশ লক্ষ গাড়ি 'মৃত'। অর্থাৎ আটত্রিশ লক্ষ গাড়ি ২০২২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে দিল্লিতে চলাচল করতে পারবে না। আটত্রিশ লক্ষের মধ্যে তিন লক্ষ গাড়ি ডিজেলে চলে এবং দশ বছর পুরোনো। অন্যদিকে, বাকি পঁয়ত্রিশ লক্ষ গাড়ি পেট্রোলে চলে এবং পনেরো বছর পুরোনো। রাজ্যের দুষ্ট চক্রটি ওই গাড়িগুলোকেই 'টার্গেট' করেছে। দিল্লিতে রাজ্যের তরফে ওই দুষ্ট চক্রের হয়ে প্রায় পনের/কুড়ি জন অবস্থান করছে বলে অসমর্থিত সূত্রের খবর। ওই চক্রটির মধ্যে কয়েকজনের দিল্লির ত্রিপুরা ভবনেও যাতায়াত রয়েছে।

শহরে ডাবল ইঞ্জিন চর্চা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর ।। এ যেন ডাবল ইঞ্জিনের বাস্তবরূপ! একই রেজিস্ট্রেশনের নম্বরে দুই গাড়ির হদিশ মিললো স্মার্ট সিটিতে। শুধু তাই নয়, গাড়ির মডেলও এক। রং এবং প্রায় সবকিছুই একই ধরনের। এমন দুই গাড়ি ঘিরেই শুক্রবার চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে শহরের ওরিয়েন্ট চৌমুহনি এলাকায়। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই নেটিজেনরা বলতে শুরু করলো ডাবল ইঞ্জিন! গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর টিআর-০১-বিসি-০২৫৯। টাটা সংস্থার এই গাড়িটি সাদা রং-এর। একটি গাড়ির মালিকের ● এরপর দুইয়ের পাতায়

তবে বিষয়টি যেহেতু প্রমাণের অপেক্ষায় তাই এখনও সবিস্তারে এ নিয়ে মন্তব্য করা যাচ্ছে না। সূত্রের দাবি অনুযায়ী, দিল্লি থেকে সড়কপথে ইতিমধ্যেই রাজ্যে পৌঁছে গেছে প্রায় হাজার বারোশো গাড়ি। ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে চার/পাঁচটি জায়গায় পুরোনো গাড়ি বিক্রির ব্যবসা জমে উঠেছে। দেখতে ঝকঝকে কিন্তু বহু বছরের পুরোনো গাড়িগুলোকে প্রায় বিনামূল্যে কিনে সেগুলো রাজ্যে এনে লক্ষাধিক টাকায় বিক্রি করাই চক্রটির প্রধান বদ্ উদ্দেশ্য। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, দিল্লিতে দূষণকে কেন্দ্র করে পেট্রোল এবং ডিজেল গাড়িকে নিয়ে নানা ধরনের আইনি জটিলতা তৈরি হয়েছিলো সম্প্রতি। বিষয়টি শেষ পর্যন্ত ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল পর্যন্ত ● এরপর দুইয়ের পাতায়

সোজা সাপ্টা

কোন ইগো নয়

এখানে কোন ইগো বা সমালোচনার বিষয় নয়। এ রাজ্যে সত্যি সত্যি একজন পূর্ণ সময়ের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রয়োজন। করোনার সময়ে যখন গোটা দেশের সঙ্গে এ রাজ্যেও করোনার প্রবল দাপাদাপি ছিল দেখা গেছে যে, কখনও বিধায়ক, কখনও সাংসদকে এগিয়ে আসতে হয়েছে হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে। বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে গোটা রাজ্যে রক্তের ভীষণ সংকট। রক্তের অভাবে কিন্তু অনেক মানুষকে অকালে চলে যেতে হচ্ছে। এ রাজ্যের সরকারি হোক বা বেসরকারি হাসপাতাল, রক্ত সংকট এখন চরমে। শুধু তাই নয়, ডোনার ছাড়া এক ইউনিটও রক্ত পাওয়া যায় না। যাদের লোকবল কম বা যদি কেউ একা থাকেন তাহলে তাদেরতো টাকা দিয়েও রক্ত পাওয়া যাচ্ছে না। ডোনার না পেলে রক্তও পাওয়া যায় না। সুতরাং রাজ্যে একজন পূর্ণ সময়ের স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রয়োজন যিনি স্বাস্থ্য সেবায় পুরো সময় দেবেন। রক্ত সংকট কিন্তু একদিনে যাবে না। রক্ত নিয়ে মানুষের যে ভোগান্তি তাও একদিনে যাবে না। তার জন্য প্ল্যান করে এগোতে হবে। মানুষকে সাথে নিতে হবে। প্রয়োজনে রক্ত যারা দেবে তাদের জন্য কোন প্রকল্প বা স্কিম ঘোষণা করতে হবে। স্বেচ্ছায় রক্ত দিলে কী কী সরকারি সুযোগ মিলবে তাও সামনে আনতে হবে। মনে রাখতে হবে রক্তের প্রয়োজন সবার। এখানে ডান-বাম-রাম বলে কিছু নেই। সুতরাং, একজন পূর্ণ সময়ের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ রাজ্যে ভীষণ প্রয়োজন। আর তা না হলে রাজ্যের মানুষের সামনে সংকট আরও বাড়বে। যা নিশ্চয়ই একটা সরকারের কাম্য হতে পারে না।

পাতালকন্যাকে 'সমাজচ্যুত' করার দাবি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। খুমুলুঙে তিপ্রা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মার সাথে যা ঘটেছে তার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এডিসি'র ডেপুটি সিইএম অনিমেশ দেববর্মা। আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে তিনি বলেছেন, যা ঘটেছে তা নিন্দাজনক। তবে তিনি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলেছেন। দল ও এডিসি প্রশাসনের তরফে এই ঘটনার পর পুলিশে মামলা হয়নি বলে জানিয়েছেন অনিমেশ দেববর্মা। এদিকে টিএসএফ'র তরফে আগরতলা প্রেস ক্লাবে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে কথা বলেন সংগঠনের সভাপতি বিশু কুমার দেববর্মা, সম্রাট দেববর্মা-সহ অন্যান্যরা। তারা সরাসরি অভিযোগ করেন, খুমুলুঙে মহারাজাকে অপমান করা হয়েছে। তাই তারা এর তীব্র নিন্দা জানায়। তারা মনে করে, প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মার সাথে যা ঘটেছে তার জন্য দায়ী পাতালকন্যা জমাতিয়া। তারা পাতালকন্যা জমাতিয়ার শাস্তি দাবি করেছেন। আগামী ১০ বছরের জন্য পাতালকন্যা জমাতিয়াকে 'সমাজচ্যুত' করার দাবি জানানো হয়। সংগঠন মনে করে, যা ঘটেছে তার জন্য দায়ী পাতালকন্যা জমাতিয়া নিজেই। এই বিষয়টি তুলে ধরে সংগঠন ঘটনার নিন্দা জানানোর পাশাপাশি পাতালকন্যাকে বয়কট করারও আহ্বান রাখেন। সকলের উদ্দেশ্যেই তারা তাদের দাবি উত্থাপন করেছেন।

গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যীষ্ণু-সুশান্ত

● **তিনের পাতার পর** বলে চিফ ইঞ্জিনিয়ার রাজীব দেববর্মা সভায় জানান। সভায় ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের অধিকর্তা (টেকনিক্যাল) দেবাশিস সরকার জানান, জল সরবরাহের প্রকল্পগুলি চালুর ক্ষেত্রে ১৮১টি ট্রান্সফরমার স্থাপন সহ বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ আগামী ২০২২ সালের জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া দ্বিতীয় পর্যায়ে অতিরিক্ত আরও ২০০টি ট্রান্সফরমার স্থাপনের কাজ আগামী ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে করা হবে। পাশাপাশি পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতরের ৭২২টি স্মলবোর ডিপ টিউবওয়েল চালু করতে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজও চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে করা হবে। রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পরিশ্রুত পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতর এবং বিদ্যুৎ দফতরের যৌথ উদ্যোগে নেওয়া সেমস্ত কর্মসূচিগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রূপায়ণ করার উপর উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণ এবং পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী পর্যালোচনা সভায় গুরুত্ব আরোপ করেন।

ত্রিপুরা থেকে আবেদনের সুযোগ

● **৬-এর পাতার পর** ওবিসি'র জন্য ৭৭টি পদ সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ। তবে ৬০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেলে অগ্রাধিকার পাবেন। অন্তত ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলেও অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স ঃ ৩০-১১-২০২১ তারিখের হিসেবে ১৮-৩০ বছর। সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে। মূল মাইনে প্রতি মাসে ২৫ হাজার টাকা। তবে, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়সের উধর্বসীমা, বেতনক্রম ইত্যাদি বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মপ্রার্থীরা দরখাস্ত করবেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

সুপারভাইজর নিয়োগ

● **৬-এর পাতার পর** জাতিভুক্ত প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ৮টি পদ তফশিলি উপজাতিভুক্ত প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১৯টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। তবে সংরক্ষিত ও অসংরক্ষিত সবগুলো পদ থেকে আবার ১টি করে (মোট ৩টি) পদ রয়েছে এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য। সর্বোপরি ৩৬টি পদের মধ্যে ৫টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য। শূন্যপদের বিস্তারিত বিভাজন দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে। পদগুলো স্থায়ী, গ্রুপ - সি, নন্-গেজেটেড। নিয়োগ হবে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - যে-কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ। এছাড়া, (১) মহিলা ও শিশু কল্যাণ ক্ষেত্রে অন্তত ৫ বছরের অভিজ্ঞতা, (২) বাংলা/ ককবরক ভাষা জানা, (৩) কম্পিউটার জ্ঞান থাকার বাঞ্ছনীয় (ডিজাইরেবল) যোগ্যতা থাকতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে দেখতে পারেন। বয়স ঃ ২০-০১-২০২২ তারিখের হিসেবে ১৮ - ৪০ বছর। এসসি/ এসটি/ শাঃপ্রতিবন্ধী/ সরকারি কর্মরতদের জন্য সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে। এছাড়া, ২০১৭ সালে টিপিএসসি প্রকাশিত বিবিধ পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আবেদনকারীরা বৈধ কাগজ পত্রের ভিত্তিতে বয়সের ক্ষেত্রে এককালীন ছাড়া পাবেন। বেতনক্রম ঃ পে ব্যান্ড লেভেল ৯ অনুযায়ী প্রতি মাসে ২৭,৩০০ - ৮৬,৩০০ টাকা স্কেলের ভিত্তিতে।

উল্লেখ্য, দপ্তরের প্রয়োজন অনুযায়ী শূন্যপদের সংখ্যা বাড়তেও পারে। দরখাস্ত জমা দেওয়ার সময় কোনও ডকুমেন্টস/ সার্টিফিকেট বা শংসাপত্রের প্রত্যয়িত কপি আপলোড করে বা জুড়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে, সমস্ত ডকুমেন্টস/ সার্টিফিকেট বা শংসাপত্রের প্রত্যয়িত কপি টিপিএসসি অফিসে জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য, প্রতিটি পদের ক্ষেত্রেই সংরক্ষণ ও বয়সের শিথিলতা শুধুমাত্র ত্রিপুরায় বসবাসকারী তফশিলি জাতি/উপজাতি ভুক্ত প্রার্থীদের জন্যই প্রযোজ্য। অন্যান্য রাজ্যের তফশিলি জাতি/উপজাতি ভুক্ত প্রার্থীরা সাধারণ প্রার্থী হিসাবে আবেদন করতে পারবেন। সরকারি চাকরিরত প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন যথারীতি নিয়ম মেনে।

মাতাল ধরে বড় নেশাকারবারিদের ছাড় ওসি'র

● **আটের পাতার পর** - থানাগুলিতেও ওসি স্তরে ব্যাপক রদবদল হতে চলেছে। রাজ্য পুলিশের ৫৫জন ইন্‌সপেকটর সম্প্রতি টিপিএস গ্রেড টু হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন। তাদের মধ্যে অন্ততপক্ষে ২৫জন থানাগুলিতে ওসির দায়িত্বে আছেন। খুব শীঘ্রই তাদের বদলির তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে রাজ্য পুলিশ প্রশাসন। এরা কেউই থানার ওসি হবেন না। সবাই এসডিপিও অথবা পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের ডিএসপি'র দায়িত্ব সামলাবেন। যে কারণে ওসির বড় একটি তালিকা তৈরি হতে যাচ্ছে। এর আগেই ঘুস বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে নেওয়া কয়েকটি ফাঁড়ির ওসি পশ্চিম থানা, ধর্মনগর, সোনামুড়া, এনসিসি, পূর্ব থানার মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পোস্টিং পেতে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দিয়েছেন। রোজগার বাড়িয়ে এসব থানায় পোস্টিং বাগিয়ে নিতে কয়েকজন ভারপ্রাপ্ত ইন্‌সপেকটর চেষ্টা শুরু করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ। হয়তো-বা তারাই থানাগুলির ওসি পদ পেয়ে যেতে পারেন। কারণ অনেক ভারপ্রাপ্ত ইন্‌সেপকটর থানার ওসির দায়িত্ব নিতে চাইছেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। কারণ এরা ঘুস বাণিজ্যে যুক্ত হয়ে কাউকে খুশি করতে নারাজ। এর মধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ থানায় পোস্টিং পেতে টাকার লেনদেন শুরু হয়ে গেছে বলে অভিযোগ। কয়েকটি ফাঁড়ি তোলা আদায়ের বড় পরিমাণে টাকা মাঝারি স্তরের দুই তিন অফিসারের কাছে পৌঁছাতে শুরু করে দিয়েছেন।

আসছেন লাকি ও পাপন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। আগামী ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর খুমুলুঙে অনুষ্ঠিত হবে ফেস্টিভাল অব ইন্ডিজিনিয়াস তিপ্রাসা ২০২১। আগরতলা প্রেস ক্লাবে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে গোটা বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেন ডেপুটি সিইএম অনিমেশ দেববর্মা, ইএম সুহেল দেববর্মা-সহ অন্যান্যরা। তারা বলেছেন, দু'দিনের এই আয়োজনে একদিকে যেমন বেকার যুবক-যুবতিদের উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস নেওয়া হবে, তেমনি নেশার কড়ালগ্রাস থেকে তাদের রক্ষা করা সহ তাদের জন্য করণীয় উদ্যোগের ভাবনায় এই আয়োজন করা হয়েছে। ১৯ ডিসেম্বর আসছেন দেশ খ্যাত শিল্পী লাকি আলি। কর্মসংস্থান, বেকার সমস্যা, যুবক-যুবতিদের স্বাবলম্বী করা ইত্যাদি বিষয়গুলো তুলে ধরে এই ধরনের আয়োজনে সকলের উপস্থিতি কামনা করেছেন ডেপুটি সিইএম। ১৯ ডিসেম্বর ২টা থেকে ৫টা এবং ২০ ডিসেম্বর ৩টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকছে। ২০ ডিসেম্বর আসছেন বলিউড খ্যাত শিল্পী পাপন। দু'দিনের অনুষ্ঠান ঘিরে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

বয়স কম, দায়িত্ব বড়

● **আটের পাতার পর** - যাচ্ছেন। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় সেই দরিদ্র পরিবারটির ভালো ঘর পর্যন্ত নেই। বেড়ার তৈরি ঘরেই কোনোরকমভাবে চারজন সদস্য মাথাগুঁজে থাকেন। সরকারিভাবে কোনো সুযোগ-সুবিধা পায়নি পরিবারটি। অথচ তারাও চেয়েছিলেন একটি সরকারি ঘর এবং স্বাস্থ্যসম্মত শৌচালয়। বাম আমলে যেমন পরিবারটি বঞ্চিত ছিল, ঠিক তেমনি এ আমলেও তাদের বঞ্চনার অবসান ঘটেনি। ভাঙা টং-ঘরে তাদের প্রতিটি দিন কষ্টের মধ্যে দিয়েই কাটাতে হচ্ছে। শীতের রাতে টং-ঘরে থাকাটা কতটা কষ্টকর তা সবার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তাই দাবি উঠছে অসহায় পরিবারটির পাশে দাঁড়াক সরকার।

হাঁস চুরির অভিযোগ

● **আটের পাতার পর** - হাত সাফাই করে নিয়েছেন। ব্যাপক মারধরের কারণে গুরুতর জখম হন ওই চোর। যদিও এই ঘটনায় বিশালগড় থানায় মামলা করা হয়নি। অভিযুক্ত চোরকে মারধর করার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনা ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। আবার অনেকের মধ্যে হাসির রুলও নেমে আসে। বাজারে এক একটি হাঁস ন্যূনতম ৫০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। দামি হাঁসের মাংসের জন্য এই ধরনের চুরি খুব কমই শোনা যায়। কিন্তু এই চুরি করতে গিয়েই ধরা পড়ে যায় অভিযুক্ত যুবক। এর আগেবিভিন্ন জায়গায় ছাগল চুরির বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু হাঁস চুরি করতে এসে ধরা পড়ার ঘটনায় সম্প্রতি সময়ে আর শোনা যায়নি।

দুই মেয়ের সাথে মা-ও পরীক্ষার্থী

● **চারের পাতার পর** বিদ্যাপীঠ স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। দুই মেয়ে মাকে পড়াশোনার ক্ষেত্রে সাহায্য করছে। একই পরিবারের তিনজনই মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। বড়দোয়ালী মিলনসংঘ এলাকায় নিজবাড়িতে বসেই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনজনেই জানালেন তারা মন দিয়ে পড়াশোনা করেছেন। যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছেন। এই পর্যন্ত যে পরীক্ষাগুলো হলো তাতে তারা ভালো ফল করবেন বলে আশাবাদী। তিনজনই তাদের খুশির কথা জানান। তবে এই পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে এই পরিবারে তিনজনই পড়াশোনা সমানভাবে করে যাচ্ছেন। এবারের পর্ষদ পরীক্ষায় এই তিনজনের দিকেও নজর রয়েছে। রাজশ্রী, জয়শ্রী বাণী বিদ্যাপীঠ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছেন। তাদের পরীক্ষা কেন্দ্র মহারানি তুলসীবতী স্কুল। আবার শিলারানি দাস অভয়নগর নজরুল স্মৃতি বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছেন। তাঁর পরীক্ষা কেন্দ্র আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্মৃতি বিদ্যামন্দির। টার্ম ওয়ান পরীক্ষার পর টার্ম টু পরীক্ষা নিয়েও তাদের প্রস্তুতি থাকবে।

প্রাথমিক শিক্ষায় শীর্ষে বাংলা

● **চারের পাতার পর** হিউম্যানিটি'-র তালিকায় স্থান পেয়েছে কলকাতার দুর্গাপুজো। ফ্রান্সের প্যারিসে আয়োজিত 'ইন্টার গভর্নমেন্ট কমিটি' ষোড়শ অধিবেশনে কলকাতার দুর্গাপুজোকে ওই আন্তর্জাতিক সম্মাননা দেওয়া হয়। এবার প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এলো জাতীয় স্বীকৃতি।

আফস্পা তোলার ডাক

● **চারের পাতার পর** এই দাবি মানতে চাইছেন না নাগাল্যান্ডের মানুষ। তাঁদের উল্টে দাবি, সংসদে মিথ্যা ভাষণের জন্য অমিত শাহকে ক্ষমা চাইতে হবে। এর আগে নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেফিউ রিও এবং মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা উত্তর-পূর্ব থেকে আফস্পা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। ঘটনাচক্রে তাঁরা দু'জনেই কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন এনডিএ-এর সদস্য। এবার শুরু হয়ে গেল জোরদার গণ আন্দোলন। সব মিলিয়ে নাগাল্যান্ড নিয়ে কেন্দ্রের মাথাব্যথা ক্রমেই বাড়ছে।

গাড়ির প্রতারণা চক্র

● **প্রথম পাতার পর** গড়ায়। গত সপ্তাহেই এক নির্দেশ মূলে দিল্লির পরিবহণ দফতর জানিয়ে দেয়, প্রত্যেক দশ এবং পনেরো বছর পুরোনা গাড়ির মালিকদের এনওসি নিতে হবে। এনওসি নেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়মাবলী কি রয়েছে তাও স্পষ্ট জানানো হয়েছে নির্দেশিকায়। এই প্রতিবেদনে এও উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসের ২৯ তারিখ দেশের সর্বোচ্চ আদালত পনেরো বছর পুরনো পেট্রোল এবং দশ বছর পুরোনো ডিজেল গাড়ি চলাচল বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে দেশের রাজধানীতে। শুধু তাই নয়, ২০১৪ সালে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল পনেরো বছর পুরোনো যেকোনও গাড়িকে জনবহুল এলাকায় পার্কিং করার ক্ষেত্রেও নিশেষাজ্ঞা জারি করেছিলো। ইতিমধ্যেই দিল্লিতে প্রায় এক লক্ষ গাড়ির রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে। আগামী জানুয়ারি মাসের এক তারিখ থেকে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের কর্মকাণ্ড আবার শুরু হবে। উপরোক্ত এই সুযোগগুলোকে কাজে লাগিয়েই রাজ্যের তরফে একটি দুষ্ট চক্র মাঠে নেমে পড়েছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে যদি রাজ্যে চার চাকা গাড়ির সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে চক্রটি সার্থক। তবে প্রতিবাদী কলম-র এই খবরে গাড়ির ক্রেতা এবং সরকার যদি যৌথভাবে সজাগ হন, তাহলে বিপদ কমতে পারে।

আক্ষেপ প্রধান বিচারপতির

● **প্রথম পাতার পর** অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম সংবাদপত্রের। দেশের কত বড় বড় কেলেঙ্কারির খবর তো এই সংবাদমাধ্যমেই ফাঁস হয়েছে। তখনকার সংবাদপত্র আমাদের মনের স্বাদ পূরণ করেছে। গুরুত্বপূর্ণ খবরের প্রতিবেদন গুরুতর প্রভাব ফেলত।" তাঁর কথায়, এখন হাতেগোনা একটি বা দুটি খবর। সেগুলি ছাড়া এমন কোনও প্রতিবেদন তিনি পড়েননি, যেটা যথেষ্ট সাড়া ফেলতে পারে।

গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদমাধ্যম। নির্ভীক সংবাদ পরিবেশনই এই স্তম্ভকে শক্তিশালী করে তুলেছে, যার ওপর ভিত্তি করে শক্তিশালী হয়েছে গণতন্ত্র। সেখানে তদন্তমূলক সাংবাদিকতা বরাবরই সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। কিন্তু বর্তমানে সংবাদ পরিবেশন নিয়ে বার বার প্রশ্ন উঠেছে। সাংবাদিক, প্রতিষ্ঠান, বহু ক্ষেত্রেই উঠেছে প্রশ্ন। সেই প্রশ্নকেই যেন আরও একবার উস্কে দিলেন প্রধান বিচারপতি।

থরহরিকম্প প্রশাসনে

● **প্রথম পাতার পর** মনিটর করতে পারেন এবং আমরা পিরিয়ডিক স্টেটাস রিপোর্ট দিতে থাকবো আদালতকে'। গত বৃহস্পতিবার মাননীয় বিচারপতি এ এম খান উইলকার, দীনেশ মহেশ্বরী এবং পি টি রবিকুমারের বেঞ্চ বলেন— ' যেহেতু রেলওয়ের কাছে ক্ষমতা আছে তাদের জমি যারা বেদখল করেছে সেসকলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের, তাই খুব শীঘ্রই বেদখলকারিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে ব্যবস্থা গ্রহণের আগে বেদখলকারিদের এই আদালতের নির্দেশটি জানাতে হবে'। শুধু তাই নয়, উচ্চ আদালত স্পষ্ট করে বলেছেন, রেলওয়ের বেদখল জমির মালিক রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু বিভিন্ন রাজ্য সরকার এই বেদখল জমির দায় এড়াতে পারবে না। রাজ্য সরকারগুলোকেও সেসব বেদখলকারি জনগণ এবং আধিকারিক যারা দিনের পর দিন বেদখল জমির বিষয়টি জেনেও চুপ থেকেছেন, তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব এই কাজটি করার নির্দেশ দিয়েছেন মাননীয় উচ্চ আদালত। গত বৃহস্পতিবার দেশের শীর্ষ আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ প্রশ্ন তুলে বলেন, ভারতীয় রেলের সুনির্দিষ্ট এস্টেট আধিকারিকরা রয়েছেন যাদের দায়িত্বই হলো বেদখল জমিকে দখলমুক্ত করা। তাহলে সেইসব আধিকারিকরা কি করছেন? এই প্রশ্নটি উঠার সঙ্গে সঙ্গেই সলিসিটর জেনারেল কে এম নটরাজ বলতে শুরু করেন যে উনাদের তরফে সার্বিক ব্যর্থতা রয়েছে এবং তিনি তা অস্বীকার করেন না। শ্রী নটরাজ এও বলেন, ভারতীয় রেলে পরিকাঠামো আছে কিন্তু ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। একটি দাখিল করা পিটিশনের শুনানিকালে দেশের শীর্ষ আদালত এই রায়টি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যেও এর প্রভাব পড়বে। আগরতলা রেল স্টেশন থেকে শুরু করে যোগেন্দ্রনগর, জিরানিয়া, তেলিয়ামুড়া, আমবাসা সহ ধর্মনগর পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেকটি রেলস্টেশনের আশেপাশেই বেদখল জমি রয়েছে। এদিকে, আগরতলা থেকে বিলোনিয়া যাওয়ার রেলপথেও বহু জমি বেদখল হয়ে আছে। এই অবস্থাতে রাজ্য সরকারের কোন্ কোন্ আধিকারিক এবং ভারতীয় রেলওয়ের তরফে কোন্ আধিকারিকরা শীর্ষ আদালতের কড়া নির্দেশিকার আওতায় পড়বেন তা সময় বলবে।

শহরে ডাবল ইঞ্জিন চর্চা

● **প্রথম পাতার পর** নাম বিতাঞ্জয় সাহা। তিনি ওরিয়েন্ট চৌমুহনির সামনে গাড়ি রেখে সামনে বেকারিতে গিয়েছিলেন। বেকারির কাছেই তার গাড়ির মতোই আরেকটি টাটা সংস্থার গাড়ি দেখতে পান। ওই গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বরও একই। বিতাঞ্জয় এই গাড়ি দেখে ঘাবড়ে যান। তিনি প্রথমে ভাবেন গাড়িটি চুরি হয়েছে। দৌড়ে নিজের রাখা গাড়িটি দেখতে চলে যান। সেখানে গিয়েও তার গাড়ি দেখতে পান। একদম যেন হুবহু তার গাড়ি বেকারির সামনে দাঁড় করানো ছিল। আশপাশের লোকজনদেরও তিনি ডেকে আনেন। প্রত্যেককেই দুটি গাড়ি দেখান। দৌড়ে গিয়ে বিতানঞ্জয় ওরিয়েন্ট চৌমুহনির কোনায় থাকা ট্রাফিক পুলিশদের জানান। ট্রাফিক পুলিশ আসার পর বেকারির সামনে রাখা আরেকটি গাড়ির মালিকও বেরিয়ে আসেন। বিতানঞ্জয় জানিয়েছেন, তিন বছর আগে তিনি গাড়িটি কিনেছিলেন। একই নম্বরের আরেকটি গাড়ি থাকতে পারে তিনি অনুমানও করতে পারেননি। কারণ রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রত্যেক গাড়ির জন্য আলাদা হয়। অথচ টাটা সংস্থার একই মডেলের দুটি গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর এক। গাড়ি দুটি একই মডেলের। যে কারণে কোনও একটি গাড়ি অপরাধ করলে অন্যটির উপর দোষ চাপিয়ে দেওয়া হতে পারে। গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর এক হওয়ার পেছনে রহস্য উদ্‌ঘাটনের দাবি উঠেছে। কারণ ইচ্ছে করেই গাড়ির একই রেজিস্ট্রেশন নম্বর রাখা হতে পারে। এর পেছনে বড় ষড়যন্ত্র থাকতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই ঘটনায় ট্রাফিক পুলিশের কাছে তদন্তের দাবি তুলেছেন বিতানঞ্জয়।

আগুন নিয়ে খেলছেন প্রদ্যোত

● **প্রথম পাতার পর** তিনি তার নিজের দলের লোকদের নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে বাংলাদেশিদের উপর আক্রমণ করার জন্য লক্ষ্য স্থির করে দিচ্ছেন। প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের এই ধরনের কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন মহলেই তার চিন্তাচেতনা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অনেকেরই বক্তব্য, প্রদ্যোত মাণিক্য আসলে বাংলাদেশি বলতে বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থানকারীদের বোঝাতে চাননি। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, ত্রিপুরায় অবস্থানরত বাঙালি জনগোষ্ঠীর মানুষকে, যাদেরকে তিনি বরাবরই বাংলাদেশি বলে মনে করেন। অথচ এককালে তার পিতামহ, প্রপিতামহদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিলো বর্তমান বাংলাদেশের চাকলা রোশনাবাদ পর্যন্ত। বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলা পুরোটাই ছিলো ত্রিপুরার রাজাদের অধীনে। যা ক'দিন আগে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও স্বীকার করেছেন তার দলের তরফে বাংলাদেশের পরিকাঠামোগত বিষয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে। শেখ হাসিনা কয়েকবারই বলেছেন, কুমিল্লা হলো ত্রিপুরা রাজ্যের একটি জেলা মাত্র। এখনও কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন স্থানে ত্রিপুরার রাজাদের নানা প্রাসাদ এবং নানা কীর্তি বর্তমান। সেদিক থেকে বাংলাদেশিরাও এ রাজারই প্রজা। কিন্তু রাজাদেরই উত্তরাধিকারী প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ যেভাবে বাংলাদেশিদের উপর আক্রমণ করার জন্য তিপ্রা জনগোষ্ঠীর মানুষদের ক্ষেপিয়ে তুলছেন তা যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ এবং উদ্বেগের। অথচ, যে ঠাকুরদার নাম তিনি বার বার বলেন, গর্ব করেন, সেই মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের আমলেও ত্রিপুরার সরকারি ভাষা ছিলো বাংলা। ত্রিপুরার মহারাজারা বরাবরই বাংলা ভাষাকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তারা নিজেরা বাংলায় কথা বলতেন, রাজকার্যাদি চালাতেন। বাঙালি সংস্কৃতি ছিলো ত্রিপুরার মহারাজের রক্তে। সেই রাজ উত্তরাধিকারী প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ এখন বাংলা ও বাঙালির বিরুদ্ধে তিপ্রা জনগোষ্ঠীর লোকজনদেরকে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন। নিজের দলের কর্মীদের শান্ত করতে না পেরে বলছেন, লড়তে হয় তো বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে লড়ো। প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের ধারণা, ত্রিপুরায় যত বাঙালি অংশের জনগণ রয়েছেন তারা প্রত্যেকেই বাংলাদেশি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ত্রিপুরার মহারাজাদের উত্তরাধিকারী প্রদ্যোত মাণিক্য কোনওভাবেই এমন প্ররোচনা দিতে পারেন না। কারণ, তার যে কোনও প্ররোচনা বা ইঙ্গিতে যেকোনও ধরনের ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। অথচ তিনি সেই আগুনই জ্বালিয়ে দিচ্ছেন। তার এই বক্তব্যের জন্যে বেশ কয়েকটি সংগঠনের তরফে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের বিরুদ্ধে মামলা করার বিষয়ে আলোচনা চলছে বলেও খবর।

২৫ বছরের সংকল্প

● **প্রথম পাতার পর** সদস্যদের উপস্থিতিতে দু'দিনের কর্মসূচির আলোচ্য বিষয়বস্তু উত্থাপন করা হবে। ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে পূর্ণরাজ্য দিবসের ৫০ তম বর্ষপূর্তির দিনে 'ভিশন ২০৪৭-ত্রিপুরা' আনুষ্ঠানিক প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, গতানুগতি

পশ্চিম জেলায় ৫ আক্রান্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর ।। করোনায় আক্রান্ত হলেন ৫জন। প্রত্যেকেই পশ্চিম জেলার। স্বাস্থ্য দফতর শুক্রবার সন্ধ্যায় মিডিয়া বুলেটিনে জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ২হাজার ৭৮৩ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৪৭১জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। বাকিদের অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছে। সংক্রমণের হার ছিল দশমিক ১৮ শতাংশ। ২৪ ঘণ্টায় করোনা মুক্ত হয়েছেন আরও ৭জন। রাজ্যে এখনও ৬৯ জন করোনা পজিটিভ রোগী চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন। এদিকে দেশে নতুন করে আরও ৭ হাজার ৪৪৭জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ৩৯১জন।

গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যীষ্ণু-সুশান্ত

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। জল জীবন মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পরিশ্রুত পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতর যেসমস্ত কর্মসূচি হাতে নিয়েছে সেগুলির অগ্রগতির বিষয়ে বিদ্যুৎ দফতরের ভূমিকা নিয়ে পর্যালোচনা করেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণ। শুক্রবার উপ-মুখ্যমন্ত্রীর অফিস কক্ষে অনুষ্ঠিত এই পর্যালোচনা সভায় পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন। পর্যালোচনা সভায় গত ৭ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতর এবং বিদ্যুৎ দফতরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেগুলির পর্যালোচনা করা হয়।

সভায় পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার রাজীব দেববর্মা জানান, বর্তমানে ১৮১টি জল সরবরাহের প্রকল্প চালুর জন্য তৈরি। এছাড়া আরও ২৮৮টি জল সরবরাহের প্রকল্প চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পগুলির সঠিক বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যুৎ দফতরের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই ১৬৭টি ট্রান্সফরমার বরাদ্দ করা হয়েছে এবং আরও ১৪টি ট্রান্সফরমার শীঘ্রই বরাদ্দ করা হবে। তিনি জানান, জল জীবন মিশন প্রকল্পে ২০১৮ সালের মার্চের আগে রাজ্যে ৩ শতাংশ কভারেজ করা হয়েছিল। বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮ শতাংশে পৌঁছেছে। এই প্রকল্পে আরও ২৯ হাজার নতুন পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে পানীয় জলের সংযোগের কভারেজ ৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

আহত তিন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ১৭ ডিসেম্বর।। ফটিকরায় থেকে কুমারঘাট আসার পথে বিবেকানন্দ চৌমুহনিতে অলটো এবং ই-রিক্সার সংঘর্ষে আহত হন তিনজন। ই-রিকশার চালক অমিত দাস এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই দুর্ঘটনায় অল্পবিস্তর আঘাত পান ই-রিকশায় থাকা দুই কলেজ ছাত্রী। এদিকে ঘটনার পর অলটো গাড়ির চালক সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আহত ই-রিকশা চালকের নাম করুণা দেববর্মা। তার বাড়ি জুরিছড়া এলাকায়। তবে দুর্ঘটনায় আহতদের আঘাত গুরুতর নয় বলে খবর।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দুই কর্মী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ ডিসেম্বর।। বৃহস্পতিবার খুমুলুঙ-এ টিপিএফ'র সাথে সংঘর্ষে আহত হন তিপ্রা মথার দু'জন কর্মী। তারা এখনও স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শুক্রবার দুপুরে আহত কর্মীদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে হাসপাতালে আসেন এডিসি'র জোনাল চেয়ারম্যান রঞ্জিত দেববর্মা। সাথে ছিলেন বিশ্রামগঞ্জ সাবজোনালের চেয়ারম্যান সুরেন্দ্র কুমার-সহ অন্যান্যরা। রঞ্জিত দেববর্মা জানান, খুম্পুই স্কুল মাঠে পাতালকন্যা জমাতিয়ার টিপিএফ দলের কর্মীদের মারে আহত হয়েছেন তিপ্রা মথার দু'জন কর্মী। তার অভিযোগ, বৃহস্পতিবারের ঘটনার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী টিপিএফ কর্মীরা।

মজদুর সেলের বৈঠক

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। গত বুধবার ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের প্রদেশ কার্যালয়ে কার্যকারিণী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিজেএমসি'র রাজ্য সভাপতি সুভাষ সরকারের সভাপতিত্বে ত্রিপুরা ই-রিক্সা মজদুর সেলের রাজ্য কমিটি ঘোষণা করা হয়। সেই কমিটির সভাপতি হয়েছেন অভিজিৎ সরকার, সাধারণ সম্পাদক বিমল বিশ্বাস, সহ-সভাপতি সাধন মোদক, দীপঙ্কর মজুমদার, সম্পাদক সুকান্ত শেখর চৌধুরী, মোবারক হোসেন এবং কোষাধ্যক্ষ কিশোর দেব।

সংরক্ষিত বনাঞ্চলে গাঁজা চাষ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ১৭ ডিসেম্বর।। গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে গাঁজা গাছ ধ্বংস করল পুলিশ। শুক্রবার যাত্রাপুর থানার পুলিশ থানা এলাকার উত্তর মনাইপাথর বন দফতরের সংরক্ষিত জঙ্গলে অভিযান চালায়। এ দিনের অভিযানকালে মোট পাঁচটি প্লটের দশ হাজার গাঁজা গাছ কেটে ধ্বংস করা হয়েছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়। যাত্রাপুর থানার পুলিশ ও টিএসআর এর যৌথ উদ্যোগে এদিনের অভিযান চালানো হয়। এখন প্রশ্ন উঠছে, এভাবে এত বিশাল পরিমাণ গাঁজা বাগান কি করে গজিয়ে উঠলো। পুলিশ দফায় দফায় অভিযান চালিয়ে গাঁজা বাগান ধ্বংস করলেও কাউকে গ্রেফতার করতে

পারছে না। ফলে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। সর্ষের মধ্যেই ভূত লুকিয়ে রয়েছে বলে অভিমত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মহলের।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আহ্বান

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে সকল ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক/অভিভাবিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ১৫ ডিসেম্বর, ২০২১ হতে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাদ্রাসা ফাজিল আর্টস ও ফাজিল থিওলজি পরীক্ষা এবং ১৬ ডিসেম্বর, ২০২১ হতে মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা আলিম পরীক্ষা শুরু হয়েছে। শুক্রবার ১৭ ডিসেম্বর, ২০২১ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের Language-1 তথা বাংলা, হিন্দি, ককবরক ও মিজো ভাষার পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে একটি মহল থেকে কিছু বিভ্রান্তিকর, অসত্য তথ্য প্রচার করা হচ্ছে যার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। এই তিনদিনের পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার ছিল নিম্নরূপ - ৯৭.৬ শতাংশ, ৯৮.৭ শতাংশ এবং ৯৭.৯ শতাংশ। এই ব্যাপারে পর্ষদের পক্ষ থেকে পরীক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্ট অভিভাবক ও অভিভাবিকাদের আবেদন করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সমস্ত অসত্য প্রচারে কর্ণপাত না করেন এবং কোনো ধরণের গুজবে কান না দেন।

নেশাখোরদের আখড়া রেলস্টেশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৭ ডিসেম্বর।। নেশাখোরদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে বিলোনিয়া রেলওয়ে স্টেশনটি। বহুদিন ধরেই একাংশ নেশাখোররা স্টেশনটিতে রাতের আঁধারে নেশা বাণিজ্যের আড্ডা বসাচ্ছে বলে অভিযোগ। স্টেশনের ভেতরে রাতের অন্ধকারকে কাজে লাগিয়ে এই কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। এসব কর্মকাণ্ডের জেরে বেকায়দায় পড়তে হচ্ছে যাত্রীদের। কারণ সকালে এসে যাত্রীদের এরকম দৃশ্যের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অবাক করার বিষয় হলো, এইসব ব্যাপারে রেল স্টেশনের কর্তৃপক্ষদের তরফ থেকে কোন ধরনের প্রতিবাদ করা হচ্ছে না। অন্যদিকে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। কেননা স্টেশন চত্বরে বিলোনিয়া থানার পুলিশ টহলদারি চালালেও নেশাখোররা পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায় কোন এক অদৃশ্য কারণে। ফলে নেশাখোররা নিজের মর্জিমাফিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া বিলোনিয়া রেলওয়ে স্টেশনের ওভারব্রিজে প্রায় প্রতিদিন দিনের বেলায় কলেজ এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রেমে মাতোয়ারা হতেও লক্ষ্য করা যায়। এলাকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মহল দাবি করছে পুলিশ যাতে এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে রেলস্টেশনের সংস্কৃতির ঐতিহ্য যাতে ফিরিয়ে আনতে নেশাখোরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অন্যদিকে রেল ব্রিজের উপর যে আড্ডা তৈরি হয় তা বন্ধ করতে পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এলাকাবাসীরা।

শহরে পাইপ লাইন ফেটে আগুন, আতঙ্ক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর ।। শহরে আবারও টিএনজিসিএল'র পাইপ লাইনে আগুন। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে হরিগঙ্গা বসাক রোডের সরকার নার্সিং হোমের কাছে। শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ নার্সিং হোমের পাশেই টিএনজিসিএল'র পাইপ লাইন থেকে গ্যাস বের হতে শুরু করে। আচমকাই গ্যাসের মধ্যে আগুন দেখতে পান প্রত্যক্ষদর্শীরা। এই আগুন দেখেই আতঙ্কে ছড়িয়ে পড়ে। পাশেই নার্সিং হোমের মধ্যেই দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে যায়। আতঙ্কে স্থানীয়রা দমকলে খবর দেন। দমকল কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা শুরু করে দেন। এর মধ্যেই খবর পেয়ে চলে আসেন টিএনজিসিএল'র ডেপুটি ম্যানেজার প্রশান্ত দত্ত। তিনি জানান, কিভাবে গ্যাস লিক হয়েছে তার তদন্ত করা হচ্ছে। আগুন লাগার কারণও খুঁজে দেখা হচ্ছে। গ্যাসের মূল লাইন বন্ধ রাখা হয়েছে। লিক সারাই করে আবার দ্রুত পরিষেবা ঠিক করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর আগেও গ্যাস লিকেজের ঘটনা হয়েছে।

বিরোধীদের জেলে আটকাতে পারল না পুলিশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। পুলিশ জেলে আটকে রাখতে পারল না বিরোধী বিধায়ক এবং তার সাথীদের। আদালত জামিন দিয়েছে। তাদের পার্টি অফিস ভাঙচুর হয়েছিল গত ১৪ জুনে থানা থেকে একশ মিটার দূরে, পুলিশও ছিল কাছাকাছি, কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায়, পরদিন থানার সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন তারা। সেই কারণে তাদের নামে মামলা নিয়ে পুলিশ আদালতে পাঠিয়েছিল। সোনামুড়ার আদালত তাদের জামিন দিয়েছে। বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী সহ এগারজন জামিন পেয়েছেন। তবে অফিসে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ।

সোনামুড়ার কাঁঠালিয়া সিপিআই(এম) পার্টি অফিস ভাঙচুর হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানোয় মামলা নেওয়া হয়। জামিন পেয়ে সোনামুড়ার বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী বলেছেন, 'হামলাকারীদের বিরুদ্ধে মামলা নেই, হামলার প্রতিবাদকারীদের আদালতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এসব শাসক দলের কাজ। আর পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয় তাদের একদম উপরের মহল থেকে। মন্ত্রী পর্যায় থেকে তা নিয়ন্ত্রিত হয়। গণতন্ত্র হত্যা, আর্থিক লুটকে বজায় রাখতেই তা করা হয়। কাঁঠালিয়া থেকে যাত্রাপুর পর্যন্ত সেই সময় ১০ বাড়িতে ডাকাতি ও ৫০ বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে। পিটিশনের পর পিটিশন দিলেও পুলিশ সেসব ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেয়নি। ৬০ মামলা হওয়ার কথা। উল্টো যাদের বাড়িতে আক্রমণ হয়েছে, তাদের নামেই মামলা দিয়েছে।' জামিন পেয়েছেন, সামসুল হক, বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী, আব্দুল করিম, নকুল মল্ল, ননী পাল, কৌশিক চন্দ, পল্টন দে, ভজন সরকার, বিকাশ দেবনাথ, মনোরঞ্জন মল্ল ও অমর চন্দ্র পাল।

সড়ক সংস্কারে কড়া বার্তা বিধায়কের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৭ ডিসেম্বর ।। আমবাসা ও কমলপুর মহকুমা দু'টির মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে রয়েছে দুইটি সড়ক। যার একটি রাজন্য আমলে তৈরি আমবাসা - কমলপুর প্রধান সড়ক। আর অপরটি প্রায় চার দশকের পুরোনো আমবাসা-কমলপুর ভায়া মরাছড়া বিকল্প সড়ক। এর মধ্যে প্রধান সড়কটি রয়েছে পূর্ত দফতরের আর এন্ড বি বিভাগের তত্ত্বাবধানে আর বিকল্প সড়কটি রয়েছে পূর্ত দফতরেরই এন.এইচ. বিভাগের তত্ত্বাবধানে। এই দুটি সড়কই পূর্ত পাপের খেসারত দিয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, যানবাহন চলাচলের যোগ্যতা বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। প্রধান সড়কটির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ রয়েছে কমলপুর পূর্ত বিভাগের অধীনে আর অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ রয়েছে আমবাসা পূর্ত বিভাগের অধীনে। কমলপুর পূর্ত বিভাগের অধীনস্থ অংশটি তবুও মন্দের ভালো। কিন্তু আমবাসা পূর্ত বিভাগের অধীনস্থ অংশটি সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভালো। প্রায় ১২ কিমি দৈর্ঘ্যের ঐ অংশটিতে তৈরী হয়েছে শত সহস্র ছোট-বড় গর্ত। বহু স্থানে ব্ল্যাক টপের চিহ্নও অবশিষ্ট নেই। আর বিকল্প সড়কটিরতো আগা গোড়া পুরোটাই যেন হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। এই সড়কের শুরুতেই অর্থাৎ আমবাসা টাউন হলের পাশে চান্দ্রাইছড়ার উপর অবস্থিত পাকা সেতুটিই মরণ ফাঁদের রূপ নিয়েছে। মাত্র বছর তিনেক আগে ত্রিপুরা হাউসিং বোর্ডের তত্ত্বাবধানে নির্মিত এই সেতুর স্পান থেকে ঢালাই খসে উঠেছে। কংক্রিটের আস্তরণ সরে গিয়ে লম্বা লম্বা রড বাতাসে দোল খায়। যাতে যেকোন সময় ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। যেতে পারে প্রাণ। তাছাড়া আমবাসা রেলস্টেশন, সেন্ট আর্নল্ড হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, আমবাসা ইংলিশ মিডিয়াম মডেল স্কুল, আই টি আই কলেজ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম হল এই সড়ক। অথচ সড়কটির বর্তমান অবস্থা এত খারাপ যে ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। দুই গুরুত্বপূর্ণ মহকুমার মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম এই দুটি সড়কেরই বেহাল দশা নিয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলির উপর যথেষ্ট ক্ষুব্ধ আমবাসার বিধায়ক পরিমল দেববর্মা। উনি দফতরের আধিকারিকদের এই সড়ক দু'টির হাল ফেরানোর জন্য বার বার বলা সত্ত্বেও আধিকারিকরা চলছে তাদের মর্জিমাফিক। অবশেষে শুক্রবার একপ্রকার বাধ্য হয়ে বিধায়ক পরিমলবাবু পূর্ত দফতরের (আর এন্ড বি) ধলাই জেলা তত্ত্বাবধায়ক বিমল দাস এবং আমবাসার নির্বাহী বাস্তকার স্বপন দেববর্মাকে সাথে নিয়ে প্রধান সড়কটির বাস্তব দর্শন করান এবং অতি দ্রুত সড়কটির হাল ফেরানোর জন্য কড়া ভাষায় নির্দেশ দেন। এখন দেখার বিষয় হল, বিধায়কের এই তৎপরতার প্রভাব পূর্ত আধিকারিকদের উপর কতটা কাজ করে এবং মানুষ কতটা সুফল পায়।

হাতিশূন্য হচ্ছে সিপাহিজলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। তেলিয়ামুড়া মহকুমায় বন্য হাতির জন্য অনেক জায়গাতেই মানুষের প্রাণ ও সম্পত্তি বিপদের মুখে। সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকজন মারা পড়েছেন। বিপদে বন দফতরের সাহায্য সময়মত এবং প্রয়োজনমত হয় না বলে অভিযোগ। বনকর্মীর অভাবই তার কারণ। সেদিকেই উদ্ধার হওয়া হাতির ক্যাম্প করা হয়েছে। মুঙ্গিয়াকামিতে করা হয়েছে সেই ক্যাম্প। সিপাহিজলা অভয়ারণ্যে এতদিন রাখা হচ্ছিল উদ্ধার হওয়া হাতিদের। সেখানে যেমন প্রশিক্ষিত বনকর্মী আছেন, আছে সর্বক্ষণের পশু হাসপাতাল। সিপাহিজলা থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে হাতিদের। সিপাহিজলা হাতিশূন্য হয়ে পড়ছে। সিপাহিজলাতেই আছে চিড়িয়াখানা, পশু-পাখি দেখতে সেখানেই যান মানুষ। সিপাহিজলা অভয়ারণ্য থেকে মতিলাল ও মধুকে নিয়ে যাওয়া হল তেলিয়ামুড়ার মুঙ্গিয়াকামিতে নব নির্মিত এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, রাজ্য বন দফতর কর্তৃক হাতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য তেলিয়ামুড়ার মুঙ্গিয়াকামিতে তৈরি করা হয়েছে এলিফ্যান্ট ক্যাম্পের। সেখানে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে উদ্ধার করা হাতিগুলিকে সংরক্ষণ করে রাখা এবং পর্যটকরা যেন দেখতে পারেন, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম দফায় সিপাহিজলায় সংরক্ষিত চারটি হাতির মধ্যে থেকে মতিলাল ও মধু নামের দুটি হাতিকে মুঙ্গিয়াকামিতে নিয়ে যাওয়া হল। শুক্রবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে একথা জানালেন চিফ ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন আর কে সামল। ষোল বছর আগে উদয়পুর বন দফতর উদ্ধার করে সিপাহিজলা অভয়ারণ্যে পাঠিয়েছিল মধুকে। মতিলালকে আনা হয়েছিল কৈলাসহর থেকে। দীর্ঘদিন যাবৎ মতিলাল ও মধুকে লালন পালন করছিল সিপাহিজলা অভয়ারণ্যের কর্মীরা। শুক্রবার মধু ও মতিলালকে সিপাহিজলা অভয়ারণ্য থেকে নিয়ে যাওয়ার সময় ভারাক্রান্ত মনে তাদের বিদায় জানায় অভয়ারণ্যের কর্মীরা। আপাতত সিপাহিজলা অভয়ারণ্যে কিশোর ও গীতারানি নামের দুটি হাতি রয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে ব্যবস্থা করে তাদেরও মুঙ্গিয়াকামিতে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর হাতিশূন্য হয়ে পড়বে সিপাহিজলা অভয়ারণ্য।

দাবি শুধু নিয়মিতকরণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। দীর্ঘ বেতন বঞ্চনা নিরসনে এবার ফের ময়দানমুখী হয়েছে সর্বশিক্ষায় নিযুক্ত অশিক্ষক কর্মচারীরা। এতদিন পর্যন্ত সর্বশিক্ষায় নিযুক্ত শিক্ষক কর্মচারীরা তাদের নিয়মিতকরণের দাবিতে সোচ্চার ছিলেন। এবার অশিক্ষক কর্মচারীরা একই দাবিতে আওয়াজ তুলতে শুরু করলেন। তাদের বক্তব্য, দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে এই অশিক্ষক কর্মচারীরা ব্লক, জেলা ও রাজ্যস্তরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে শিক্ষা দফতরের কাজ করে চলেছেন। এই মুহূর্তে এদের বিকল্প কোনও কর্মসংস্থানের উপায়ও নেই। তাই সর্বশিক্ষা তথা সমগ্র শিক্ষায় নিয়োজিত এই অশিক্ষক কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের জন্য তারা দাবি জানিয়েছেন। তারা জানিয়েছেন, গত চার বছরের বেশি সময় ধরে বেতনের কোনও বৃদ্ধি হয়নি। পূর্ববর্তী সর্বশিক্ষা অভিযান তথা বর্তমানে সমগ্র শিক্ষা অভিযানে অশিক্ষক কর্মচারীদের বেতনের হার সর্বশেষ ২০১৭ সালের ১ নভেম্বর বাড়ানো হয়েছিলো। তাও নির্ধারিত হয়েছিলো ১.৮৬ ফ্যাক্টরকে ভর করে। অথচ সরকারি কর্মচারীরা বেতন পাচ্ছেন ২.২৫ ফ্যাক্টর অনুসারে। এমন পরিস্থিতিতে সর্বশিক্ষায় নিযুক্ত শিক্ষকদের জন্যে রাজ্য সরকার ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু অশিক্ষক কর্মচারীদের জন্য সরকারের তরফে এখনও পর্যন্ত সদর্থক কোনও ভূমিকা নেওয়া হয়নি। এরই প্রেক্ষিতে সর্বশিক্ষা অভিযানে নিযুক্ত অশিক্ষক কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের দাবি জানানো হয়েছে।

পরীক্ষার্থী দুইশত, ইনভিজিলেটর ৭৫

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর ।। মাত্র দুইশত পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা গ্রহণের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে প্রায় ৭৫ জন শিক্ষক পরিদর্শক। রাজ্যজুড়ে স্কুলগুলি যখন শিক্ষক স্বল্পতায় মারাত্মকভাবে ধুঁকছে তখন বোর্ড পরীক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষক নিয়োগের এই বিলাসিতা দেখা গেলো আমবাসার চান্দ্রাইপাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে। জানা যায়, ধলাই জেলা সদরের এই বিদ্যালয়টি অন্যান্য বছরের মতো এবারো ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র। মাধ্যমিকে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ শতের সামান্য বেশী অনুরূপ উচ্চ মাধ্যমিকে দুইশত'র কিছু বেশী। এই পরীক্ষা গ্রহণের জন্য মোট ৭৫ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশাপাশি আশে পাশের প্রায় সবগুলি বিদ্যালয়কে শিক্ষক শূন্য করে ডেপুটেশনের মাধ্যমে নিয়ে আসা হয়েছে এই পরীক্ষা গ্রহণ তথা পরিদর্শকের দায়িত্ব পালনের জন্য। শুক্রবার ছিল উচ্চ মাধ্যমিকের দ্বিতীয় ভাষার পরীক্ষা। চান্দ্রাইপাড়া দ্বাদশ স্কুলে এদিন দেখা যায় প্রতি তিনজন পরীক্ষার্থী পিছু একজন শিক্ষক পরিদর্শক। অথচ নিয়মমাফিক ৩০ জনের বেশী লাগার কথা নয়। বাস্তবে লাগেওনি। অধিকাংশই শুয়ে-বসে গল্পের মেজাজে সময় কাটিয়েছে। আর এতে যথেষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করেছে ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরই একাংশ। এখন প্রশ্ন হল, কেন এত বিশাল সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ? খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বর্তমানে বোর্ড ফাইনালের টার্ম-১ পরীক্ষা চলছে। প্রতিটি বিষয়ে ৪০ নম্বরের পরীক্ষা, সময় মাত্র দেড় ঘন্টা। অর্থাৎ এই পরীক্ষার পরিদর্শকের দায়িত্বে থাকলে দৈনিক সর্বোচ্চ দুই ঘন্টার ডিউটি। তাও হলে যাওয়ার সুযোগ পেলে। আর রিজার্ভে থাকলে তো কথাই নেই। তাই পরীক্ষার ডিউটি পাওয়ার জন্য শিক্ষকদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় ইঁদুর দৌড়। পরিণামে স্কুলগুলির পঠনপাঠন শিকেয় তুলে শিক্ষকরা ছুটছে পরীক্ষা গ্রহণে।

নব নির্বাচিত পুর পরিষদের বৈঠক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৭ ডিসেম্বর।। বিলোনিয়া পুর পরিষদের নব নির্বাচিত সদস্যদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার সকালে পুর পরিষদ কার্যালয়ের কমিউনিটি হলে নব নির্বাচিত পুর পরিষদের প্রথম বৈঠকে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুর চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, ভাইস চেয়ারম্যান শিখা নাথ, মহকুমাশাসক মানিক লাল দাস-সহ অন্যান্যরা। দীর্ঘ বছর ধরে পুর এলাকার বিভিন্ন অভাব-অভিযোগের কথা তুলে ধরে উন্নয়নের স্বার্থে জনকল্যাণমুখী কাজের মাধ্যমে জনগণের পাশে থেকে সহযোগিতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় বৈঠকে। পাশাপাশি বিলোনিয়া শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করা হয়। বিলোনিয়া শহর এলাকা সৌন্দর্যায়নের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বৈঠকে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত টানা আলোচনা চলে বৈঠকে। আগামী দিনে পরিকল্পনামাফিক কাজ চলবে বলে সবাই জানিয়েছেন।

বড়দিনের ছুটিতে আসছেন অভিষেক ?

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর।। বড়দিনের ছুটিতে জনসংযোগ কর্মসূচিতে যোগ দিতে গোয়ায় যাবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরে তিনি যেতে পারেন ত্রিপুরাতেও। তৃণমূল সূত্রের খবর, ত্রিপুরায় দলের সাংগঠনিক কাজকর্ম ছাড়াও জোড়াফুল শিবিরের যোগদান কর্মসূচিতেও উপস্থিত থাকতে পারেন অভিষেক। যদিও তাঁর ত্রিপুরা সফর এখনও চূড়ান্ত নয়। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে গোয়া বিধানসভার নির্বাচন। তার আগে ওই রাজ্যে তৃণমূলের জমি তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছেন দলীয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চলতি মাসের গোড়ায় তিন দিনের গোয়া সফরে গিয়ে জনসভা থেকে শুরু করে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক বা ওই রাজ্যের বিশিষ্টজনদের সঙ্গেও আলাপচারিতা সেরেছেন মমতা। ওই সফরে গিয়ে মমতার দাবি ছিল, গোয়ায় তিন দশকের বিজেপি শাসনের বিকল্প হতে পারে একমাত্র তৃণমূল এবং মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টির (এমজিপি) জোট। মমতার ওই সফরে তাঁর সঙ্গী ছিলেন অভিষেকও।

আম আদমি পার্টির শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা/কদমতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। আগরতলা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আম আদমি পার্টির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি প্রয়াত সলিল সাহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কর্মসূচির আয়োজন করেছে আম আদমী পার্টি। আগরতলায় বনমালীপুরস্থিত কার্যালয়ে এদিনের আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন ডা. সলিল সাহার মাতৃদেবী-সহ সংগঠনের অন্যান্যরা। তাঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় উপস্থিত সকলের তরফে। সোমা গাঙ্গুলী, শক্তি দে-সহ অন্যান্যরা এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের তরফে বলা হয়েছে, ত্রিপুরার কৃতিসন্তান ডাক্তার সলিল সাহা আগরতলার নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হন। কেরল থেকে এমবিবিএস সম্পূর্ণ করে অস্থি রোগ এর উপর ডিপ্লোমা নিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে যুক্ত হন। এরপর আগরতলা জিবি হাসপাতালে জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত হন। সেখানে কিছুদিন কাজ করার পর মেধার ভিত্তিতে ভারতবর্ষের অন্যতম কলেজ চণ্ডীগড়ের পিজিআই হাসপাতালে অস্থি রোগের ওপর এম এস করার সুযোগ পান। প্র্যাকটিস শুরু করেন চণ্ডীগড়ে এবং আগরতলার টিএমসি-তে প্রফেসর হিসেবে যোগ দেন। মেরুদণ্ড এর উপর বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেন বিদেশ থেকে। চণ্ডীগড় থাকাকালীন সময়ে দিল্লির লোকপাল বিল আন্দোলনে যোগ দেন। সেই সময় থেকে আম আদমি পার্টির সঙ্গে জড়িত হন। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং দিল্লির কাজ দেখে, নিজের রাজ্যকেও যেনো দিল্লির মডেলে তৈরি করতে পারেন সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ শুরু করেন আম আদমি পার্টির সভাপতি হয়ে। তখন থেকে ত্রিপুরায় আম আদমি পার্টির যাত্রা শুরু। কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুতে পার্টির কাজ কিছুদিনের জন্য আবার স্তব্ধ হয়ে যায়। শক্তি দে, সোমা গাঙ্গুলীরা এই বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। ১৭ ডিসেম্বর দিনটি তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এদিকে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলায় পার্টির উদ্যোগে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যে পার্টির প্রতিষ্ঠাতা তথা প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি ডা. সলিল সাহার মৃত্যুবার্ষিকীতে এই স্মরণসভার শুরুতেই উপস্থিত সকলে তার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন শুভ্রজিৎ দেব, প্রসেনজিৎ নাথ-সহ অন্যান্যরা। বক্তারা দাবি করেছেন, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ২০১৩ সালে এই রাজ্যে পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ডা. সলিল সাহার মৃত্যুতে কাজকর্মে ভাটা পড়ে যায়। নতুনভাবে পার্টির বিস্তার ঘটাতে সংগঠন এগিয়ে চলছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তারাও ময়দানে থাকবে।

শোক ও শ্রদ্ধা

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। সৎসঙ্গের আচার্য্যদেব শ্রীশ্রী দাদা প্রয়াত হয়েছেন জেনে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। আমি আচার্য্যদেব মহাশয়ের স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

আর্থিক সাহায্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। বিদ্যুৎ নিগমে কাজ করতে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত হন কার্তিক দাস। তিনি বর্তমানে একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে চিকিৎসারত। টিএসইসিএল ওয়ার্কার্স ও এমপ্লয়িজ সংঘ ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির তরফে আবারও আর্থিক সাহায্য করা হলো। সংঘের তরফে এদিন চিকিৎসার জন্য দান করা হলো ১০ হাজার টাকা। তার আগেও কার্তিক দাসের চিকিৎসার জন্য সংগঠন আর্থিকভাবে সাহায্য করেছে। আগামীদিনেও সংগঠনের তরফে তার চিকিৎসার জন্য পাশে থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

ধর্মঘট সফল দাবি ইউনিয়ন'র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। ইউনাইটেড ফোরাম অব ব্যাঙ্ক ইউনিয়নসের আহ্বানে দু'দিনব্যাপী ব্যাঙ্ক ধর্মঘট শনিবার সকালে শেষ হচ্ছে। শনিবার থেকে যথারীতি ব্যাঙ্ক পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে। সংগঠনের তরফে ব্যাঙ্ক ধর্মঘট সর্বাত্মক সফল হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। তাছাড়া ব্যাঙ্ক ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে পরিষেবা স্বাভাবিক না থাকায় গ্রাহকরাও দুর্ভোগের শিকার হয়েছে। তবে এই ব্যাঙ্ক ধর্মঘটকে বিভিন্ন সংগঠন সমর্থন জানিয়েছে। ধর্মঘটীদের দাবি, দেশের আপামর জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার্থেই এই ধর্মঘট। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক শিল্পকে বাঁচানোর লড়াই এটা। এই ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে আগরতলার চারটি জায়গায় এদিনও ধর্না প্রদর্শন করা হয়। তাতে ব্যাঙ্ক কর্মচারী আধিকারিকরা অংশ নিয়েছে। ব্যাঙ্ক বাঁচাও, দেশ বাঁচাও স্লোগান দিয়েছেন ধর্মঘটীরা। এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন সঞ্জয় দত্ত, জহরলাল দে, সুমিত চৌধুরী, সঞ্জয় দেববর্মা, রাহুল চক্রবর্তী, কুশল দাস-সহ অন্যান্যরা। দেশের অর্থনৈতিক মজবুত করা, রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ককে বাঁচানো ইত্যাদির ক্ষেত্রে এই আন্দোলন আগামীদিনেও চলবে বলে জানিয়েছেন নেতৃবৃন্দ।

দুই বছর ধরে স্টাইপেন্ড বন্ধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড অ্যাসোসিয়েশনের তরফে সাধারণ সম্পাদক মিঠন সাহা বলেছেন, ২০১৯ সাল থেকে দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী পড়ুয়াদের স্টাইপেন্ড প্রদান বন্ধ রয়েছে। পাঁচ হাজার টাকা করে তাদের স্টাইপেন্ড দেওয়া হতো। সেই স্টাইপেন্ড বন্ধ থাকার বিষয়টি সংগঠনের তরফে তুলে ধরা হয়েছে কমিশনারের উদ্দেশ্যে। এদিন সংগঠনের তরফে ১৮ দফা দাবিকে সামনে রেখে প্রতিবন্ধী কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপিতে সংগঠন বেশ কিছু বিষয় উত্থাপন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে, পুনরায় পড়ুয়াদের স্টাইপেন্ড প্রদান করা, বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে সরকারি দফতরে শূন্যপদগুলো পূরণ করা, ৩ ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে সরকারি ছুটি এবং সরকারের উদ্যোগে এই দিবস উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করা, রাজ্যে একটি অত্যাধুনিক ব্রেইল প্রেস স্থাপন, রাজ্যে প্রতিবন্ধীদের অধিকার আইন লাগু করা, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধীদের ৬ হাজার টাকা করে ভাতা প্রদান, বেকারদের নিয়োগের ব্যবস্থা করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি। এসব দাবিগুলো নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সংগঠনের তরফে সাধারণ সম্পাদক আশাবাদী কমিশনার তাদের বিষয়গুলো সরকারের কাছে তুলে ধরে দাবি পূরণের উদ্যোগ নেবেন।

আফস্পা তোলার ডাক

কোহিমা, ১৭ ডিসেম্বর।। সেনার গুলিতে ১৪ জন তরুণের মৃত্যুর পর কেটে গিয়েছে বেশ কিছুদিন। কিন্তু নাগাল্যান্ডে উত্তাপ কমার কোনও লক্ষণ নেই। উল্টে তা বেড়েই চলেছে। এতদিন যা সীমাবদ্ধ ছিল অকুস্থল মন জেলায়, এ বার তা রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। শুক্রবার নাগাল্যান্ডের কোহিমায় বিরাট মিছিল করল রাজ্যের প্রভাবশালী ছাত্র সংগঠন। প্রতিবাদ মিছিল থেকে দাবি উঠল দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির এবং আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট (আফস্পা) প্রত্যাহারের। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ক্ষমা চাওয়ার দাবি ছিল প্রতিবাদীদের ব্যানার, পোস্টারে। গত ৪ ডিসেম্বর, নাগাল্যান্ডের মন জেলায় জঙ্গি ভেবে একটি ট্রাক লক্ষ্য করে গুলিবৃষ্টি করে সেনাবাহিনী। তার পর স্থানীয়দের সঙ্গে সেনার সংঘর্ষে মৃত্যু হয় মোট ১৪ জনের। এর পর কেটে গিয়েছে ১৩ দিন। কিন্তু স্থানীয়দের ক্ষোভ কমার কোনও লক্ষণ নেই। শুক্রবার ক্ষোভের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ল নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমায়। বিশাল প্রতিবাদ মিছিলে ফের উঠল আফস্পা প্রত্যাহারের গণ-দাবি। শুক্রবার, রাজধানী কোহিমায় প্রতিবাদ মিছিল করে প্রভাবশালী ছাত্র সংগঠন নাগা স্টুডেন্টস ফেডারেশন (এনএসএফ)। তাতে যোগ দেন বিভিন্ন বয়সের মানুষ। ক্রমেই কলেবরে অতিকায় হয়ে ওঠে সেই প্রতিবাদ মিছিল। মিছিল থেকে দাবি ওঠে, উত্তর-পূর্ব থেকে অবিলম্বে আফস্পা প্রত্যাহারের এবং গণহত্যায় দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির। মিছিলে অংশ নেওয়া মানুষের হাতে ছিল বিভিন্ন স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড। তার কোনওটিতে লেখা, 'আফস্পা প্রত্যাহারের আগে আর কত বুলেট চলবে?' 'আফস্পা বাতিল করুন, আমাদের নয়'-সহ বিভিন্ন পোস্টার। শুক্রবার ছিল লাগাতার প্রতিবাদের তৃতীয় দিন।

কোহিমায় প্রতিবাদের মিছিলে হাজার হাজার জনতা শামিল।

মন জেলায় সেনার গতিবিধির উপর নিষেধাজ্ঞা এখনও বহাল। তবুও স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ প্রশমনের কোনও উপসর্গ নেই। তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল, এত দিন আন্দোলন মোটের উপর সীমাবদ্ধ ছিল মন জেলায়। এবার তা ছড়িয়ে পড়ল রাজধানী কোহিমাতেও। এতেই প্রশাসনের রক্তচাপ বেড়েছে। কোনইয়াক ইউনিয়নের সম্পূর্ণ অসহযোগিতা দিয়ে আন্দোলনের শুরু, তার চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে ইস্টার্ন নাগাল্যান্ড পিপলস অর্গানাইজেশন (ইএনপিও)। তারা ডাক দেয়, ভারতের সমস্ত উৎসব পালন থেকে নাগাল্যান্ড থেকে বিরত থাকার। ওই এলাকায় সেনার কোনওপ্রকার ভর্তি প্রক্রিয়াতেও স্থানীয়দের অংশ নিতে বারণ করে দেয় তারা। বৃহস্পতিবার মন জেলায় সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত সামগ্রিক হরতাল পালিত হয়। শুক্রবার বিরাট প্রতিবাদ মিছিল আছড়ে পড়ল রাজধানী কোহিমায়। ফলে ক্রমশই যে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে, তা স্পষ্ট। শুক্রবারের প্রতিবাদ মিছিল থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরও পদত্যাগ দাবি করা হয়। অমিত শাহকে নাগাল্যান্ডবাসীর কাছে ক্ষমা চাওয়ারও দাবি ওঠে। প্রসঙ্গত, গত ৬ ডিসেম্বর সংসদে অমিত শাহের বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছিল, সেনা ট্রাকটিকে থামতে বললে তা গতি বাড়িয়ে ছুট লাগায়। তখন জঙ্গি সন্দেহে গুলি চালায় সেনা। কিন্তু

● এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রাথমিক শিক্ষায় শীর্ষে বাংলা

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর।। প্রাথমিক শিক্ষায় দেশের বড় রাজ্যগুলির মধ্যে শীর্ষস্থান পেল পশ্চিমবঙ্গ। শুক্রবার কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশিত প্রাথমিক শিক্ষা সূচকে (ফাউন্ডেশনাল লিটারেসি অ্যান্ড নিউমারেসি ইনডেক্স) রাজ্যের এই সাফল্য প্রকাশিত হওয়ার পর খুশি প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি, রাজ্যের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, অভিভাবক-সহ শিক্ষাক্ষেত্রে জড়িত সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। মমতা টুইটারে লিখেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের জন্য দারুণ খবর। আমরা ফাউন্ডেশনাল লিটারেসি অ্যান্ড নিউমারেসি ইনডেক্স-এর মাপকাঠিতে দেশের সব বড় রাজ্যের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছি। আমি এই অসামান্য কৃতিত্বের জন্য আমাদের সকল শিক্ষক, অভিভাবক এবং শিক্ষা বিভাগের সদস্যদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।' প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদ (ইকোনমিক অ্যাডভাইসরি কাউন্সিল) পাঁচটি মাপকাঠির ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষায় রাজ্যকে এই স্বীকৃতি দিয়েছে। দেশের বড় রাজ্যগুলিতে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনামূলক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে পশ্চিমবঙ্গকে 'সেরা' বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রসঙ্গত, গত বুধবার ইউনেস্কোর 'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব

● এরপর দুইয়ের পাতায়

দুই মেয়ের সাথে মা-ও পরীক্ষার্থী

আজ রাতের ওষুধের দোকান
সাহা মেডিসিন
৯৪৮৫০৩২০৮৪

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছেন দুই মেয়ে। মা-ও ৫২ বছর বয়সে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। এবারের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তারাই যেন 'স্টার' পরীক্ষার্থী। মা শিলারানি দাস আগরতলা পুর নিগমের একটি ওয়ার্ডে কর্মরত। ১৯৯৮ সালে চাকরিতে যোগদানের আগেই মাধ্যমিক পাশ করা হয়নি। পরবর্তী সময়ে দুই-দুইবার চেষ্টা করেছেন। অ্যাডমিট কার্ডও এসেছিল। কিন্তু পরীক্ষায় বসা হলো না শিলারানি দাসের। স্বামীর অনুপস্থিতিতে তিনিই সংসারের ঘানি টানছেন। দুই মেয়েকে পড়াশোনা করাচ্ছেন। অবশ্য বছর কয়েক আগে বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। রাজশ্রী এবং জয়শ্রী দু'জনেই পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে। বাণী বিদ্যাপীঠ স্কুলে পড়াশোনা। মা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। আর দুই মেয়ে বাণী

● এরপর দুইয়ের পাতায়

আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেষ : অহেতুক মাথা গরম করে নানা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। ক্রোধের বশে লোকদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করবেন না। চাকরিজীবীদের জন্য দিনটি শুভ। বাহু ও উরুতে আঘাত লাগার প্রবণতা বেশি। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি শুভ হলেও নানা সমস্যা দেখা দেবে।

বৃষ : দীর্ঘদিনের পুরনো শারীরিক সমস্যা নতুন করে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। একাধিক শুভ যোগাযোগ আসবে, যা উপার্জন বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। শেয়ার বা ফাটকায় বিনিয়োগের প্রবণতা সমস্যায় ফেলতে পারে। ব্যবসায়ীদেরও চাকরিজীবীদের জন্য দিনটি শুভই।

মিথুন : দিনটিতে এই রাশির জাতক-জাতিকাদের উপার্জন ভাগ্য শুভ। তবে রাগ জেদ দমন করা দরকার। ব্যবসাস্থান শুভ। গৃহস্থান শুভ থাকায় তেমন কোনো সমস্যা হবে না। স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে সহযোগী মনোভাব থাকবে।

কর্কট : স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে। আর্থিক ভাগ্য মধ্যম প্রকার। গৃহ পরিবেশ মনোরম হয়ে উঠবে।

সিংহ : শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে শুভাশুভ মিশ্রভাব লক্ষ্য করা যায় দিনটিতে। মানসিক উদ্বেগ থাকবে। কর্মের ব্যাপারে কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষেত্রে অশুভ ফল নির্দেশ করছে শত্রু মাথা ছাড়া দিয়ে উঠবে। নিজেকে সংযত থাকতে হবে। গৃহ পরিবেশ অনুকূল থাকবে।

কন্যা: শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। তবে মানসিক অবসাদের ক্ষেত্রে উন্নতি দেখা যায়। কর্মস্থলে কিছুটা ঝামেলা থাকবে। আর্থিক ক্ষেত্রে মিশ্র ফল পরিলক্ষিত হয়। শত্রু পক্ষ অশান্তি সৃষ্টি করবে। মামলা মোকদ্দমায় না যাওয়াই ভালো। গৃহ পরিবেশে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে।

তুলা : দিনটিতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল মোটামুটি সন্তোষজনক। মানসিক অবসান থেকে কিছুটা মুক্তি। কর্মস্থল নির্ঝঞ্ঝাটে কাটবে। আর্থিক ক্ষেত্রে শুভফল নির্দেশ করছে। সাফল্যের পথে কোনও বাধা থাকবে না। শত্রু হ্রাস পাবে। গৃহ পরিবেশ অনুকূল থাকবে।

বৃশ্চিক : শরীর স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়া দরকার। সম্মানহানির সম্ভাবনা আছে দিনটিতে। তাই চলাফেরায় সতর্ক থাকতে হবে। শুভ শত্রুতা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। চাকরিজীবী এবং ব্যবসায়ীদের উপার্জন ভাগ্য শুভ। তবে ব্যবসায় নানান সমস্যায় সম্মুখীন হতে হবে। মাথা ঠান্ডা রেখে চলতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগে থাকতে হবে।

ধনু : দিনটিতে জাতক-জাতিকাদের জন্য শুভ। মানসিক দিকও ভালোই যাবে। পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। তবে আত্মীয় গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে চলবেন। ব্যবসায়ীদেরও সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হবে।

মকর : দিনটিতে মাথা ঠান্ডা রেখে চলবেন। কর্মক্ষেত্রে উপরওয়ালা ও সহকর্মীদের সঙ্গে মিলে মিশে চলুন। আর্থিক দিনটা খারাপ নয়। তবে ব্যয় পরিহার করুন। বিশেষ করে অযথা ব্যয় করবেন না।

কুম্ভ : স্বাস্থ্য ও মানসিক দিকও ভালোই যাবে। বন্ধু থেকে উপকৃত হতে পারেন। পারিবারিক পরিবেশকে আনন্দদায়ক থাকবে। কর্মক্ষেত্রে সামান্য ঝামেলা হতে পারে। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা খারাপ হবে না।

মীন : দিনটিতে কর্মক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ বজায় থাকবে। স্বাস্থ্য ভালো যাবে। কোনো সমস্যা দেখা দেবে না। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে একটু দূরে থাকবেন। দিনটিতে মনের শান্তি বিঘ্ন হবে না। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি ততটা শুভ নয়।

ধর্নায় বিধায়ক, সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। বিদ্যাজ্যোতি-সহ স্কুল শিক্ষায় সাম্প্রতিককালে দুটো সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে এখনও প্রতিবাদ কর্মসূচি জারি আছে। ২৪ ঘণ্টা আগে শিক্ষায় বেসরকারিকরণের উদ্যোগের অভিযোগ তুলে সরাসরি সরব হয়েছেন বিধায়ক আশিস দাস। এদিন তিনি সার্কিট হাউজস্থিত গান্ধীমূর্তি প্রাঙ্গণে ধর্না কর্মসূচিতে শামিল হন। ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত এই ধর্না কর্মসূচি চলেছে। দ্বিতীয় দিনেও তিনি যথারীতি এই কর্মসূচি পালন করবেন। এমনটাই জানালেন বিধায়ক আশিস দাস। তিনি দাবি করেছেন, শিক্ষাকে বেসরকারিকরণের রাস্তায় হাঁটছে সরকার। তার জন্যই বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প ও এনজিও-কে ডাকা। শুধু তাই নয়, এই সময়ের মধ্যে বর্তমান প্রেক্ষিতে আগরতলার পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য জায়গাতেও মানুষ প্রতিবাদে শামিল হচ্ছে। সেই থেকে সরকারকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলেছেন বিধায়ক। এদিকে বটতলায় একই ইস্যুতে সরব হয়েছে অল ইন্ডিয়া প্রোগ্রেসিভ স্টুডেন্টস ফোরাম। সংগঠনের তরফে দাবি করা হয়েছে, রাজ্য সরকার তথা শিক্ষা দফতর ১০০টি স্কুলকে বিদ্যাজ্যোতির মাধ্যমে ঘোষণা করে কার্যত বেসরকারি মালিকানার হাতে পৌঁছে দিচ্ছে। এই সংগঠনের তরফে নেতৃবৃন্দ দাবি করেন, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ুয়াদের টাকা দিয়ে পড়তে হবে। তাছাড়া স্কুল শিক্ষায় বেসরকারি পুঁজির সুযোগ করে দেওয়ার অভিযোগও করেছেন বক্তারা। তারা সকলেই দাবি করেছেন, শিক্ষাকে সম্পূর্ণ অবৈতনিক করতে হবে। নীতির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিলে আরও বড় আন্দোলনেরও ঘোষণা দেওয়া হয়। সরকার যদি এই রাস্তা থেকে সরে না আসে তাহলে আগামীদিনে বৃহৎ আন্দোলন সংগঠিত হবে। এদিকে মাধ্যমিক টার্ম ওয়ান পরীক্ষার বিষয় নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে তাতেও উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছেন বিধায়ক আশিস দাস, তৃণমূল নেতা সুবল ভৌমিক-সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্বরা। তারা দাবি করেছেন, বর্তমান প্রেক্ষিতে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষা দফতর, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ছেলেখেলা করছে।

প্রতিবাদী কলম
খবর নয়, যেন বিস্ফোরণ
7085917851

তাগা'র সম্মেলন ঘিরে প্রস্তুতি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। আগামী ১৯ ডিসেম্বর আগরতলা টাউন হলে ত্রিপুরা কৃষি স্নাতক সমিতির ১০ম দ্বিবার্ষিকী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। আগরতলা টাউন হলে আয়োজিত এই সম্মেলনের প্রথম পর্বে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সমিতির তরফে আগরতলা প্রেস ক্লাবে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলেন ড. রাজীব ঘোষ, সুজিত দাস-সহ অন্যান্যরা। কৃষি এবং কৃষকদের কল্যাণে এই সমিতি সবর্দায় অঙ্গীকারবদ্ধ। এই দাবি করে সংগঠনের নেতৃত্ব বলেছেন, ১৯৬৮ সালের ১৫ আগস্ট এই সমিতির যাত্রা শুরু হয়েছে। রাজ্যের কৃষির বিকাশে এই সংগঠনের ভূমিকা আছেন। সমিতি মনে করে প্রতিষ্ঠার লগ্ন থেকেই এই সময় পর্যন্ত তারা তাদের লক্ষ্য ও আদর্শ থেকে সরে আসেনি। জনহিতকর ভাবনায় সরকারের গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নে তারা বরবারই অঙ্গীকারবদ্ধ। তাদের ভূমিকার ফলেই কৃষিতে অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমিতি মনে করে, বর্তমান প্রেক্ষিতে সরকার যেসব পরিকল্পনা নিয়েছে সেগুলোর সঠিক বাস্তবায়নে তারাও ইতিবাচক ও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে কাজ করতে হবে। সরকারি পরিসরের বাইরেও তারা তাদের কাজ করে যাচ্ছে। ছুটির দিনে সম্মেলন করা মানে সরকারি কাজে বাধাদান নয়। তাই রবিবারই সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর সম্মেলন হয়, কিন্তু এই সম্মেলন এবার অন্য একটি প্রেক্ষাপটে হচ্ছে তাও তারা জানালেন। নীতিগত দিক থেকে তারা মনে করে, যে লক্ষ্যে সম্মেলনের যাত্রা শুরু সেই লক্ষ্যেই তারা কাজ করছে তবে এবারের সম্মেলন বর্ধিত আকারে হচ্ছে। বিগত দিনের সংগঠনের একাংশের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। সমিতির তরফে নেতৃবৃন্দ দাবি করেন তারা রাজনৈতিকমুক্ত। নিরপেক্ষ সংগঠন। এক্ষেত্রে মূল লক্ষ্যে পৌঁছায়ই তাদের উদ্দেশ্য। কেউ যদি অন্যরকমভাবে কাজ করে তাহলে সরকার ব্যবস্থা নেবে সেটাই তারা বিশ্বাস করে। কৃষি দফতরে এক্সটেনশন দেওয়া হচ্ছে, সংগঠন নীতিগতভাবে এক্সটেনশনের বিরোধিতা করছে। তবে অ্যাডহক প্রমোশন চলছে, কৃষি দফতরের বিভিন্ন শূন্যপদ পূরণের দাবিও করছে সংগঠন।

ক্রমিক সংখ্যা — ৩৮১

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।

	6	1					8	7
		8	6	3				
		9					4	
4		3		5				
	1	6	4			5		
		5	3	6	9			
	5	7		1	3			
		2	7		6			5
6			5		8			2

সংখ্যা ৩৮০ এর উত্তর

	4				9	7	1	2
7	1	6	2		3	9		4
5		9		1	4			
9		2	3		1	6		
	7	3		9	2		8	1
	5	1	8	7				
	6			3		1		
8			1	2		5	6	
	9							

আহত যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ ডিসেম্বর।। বোলেরো এবং মারুতির সংঘর্ষে আহত হন এক যুবক। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বিশ্রামগঞ্জ ফায়ার স্টেশন থেকে ১০০ মিটার দূরে এই দুর্ঘটনা। একটি দোকানের পাশে জাতীয় সড়কে টিআর০১কে১৫৩৭ নম্বরের বোলেরো গাড়ি দাঁড় করানো অবস্থায় ছিল। টিআর০৭-৪০৫৬ নম্বরের একটি মারুতি গাড়ি দ্রুতগতিতে এসে বোলেরো গাড়ির পেছনে এসে ধাক্কা দেয়। বিকট শব্দে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আহত যুবক লিটন নমঃকে উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখান থেকে তাকে পরবর্তী সময় অন্য হাসপাতালে রেফার করা হয়।

পরপর দুর্ঘটনায় আহত তিন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৭ ডিসেম্বর।। এক ঘন্টার ব্যবধানে বিশালগড় মহকুমায় পর পর দুটি দুর্ঘটনায় আহত হলেন তিন জন। শুক্রবার সকাল ৯টা নাগাদ বিশালগড় শহরে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে আহত হন খোকন দেবনাথ (৩৬) এবং ইমরান আহম্মেদ (১৬)। প্রত্যক্ষদর্শীরা ঘটনাটি দেখে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আহত দু'জনকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখান থেকে একজনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় হাঁপানিয়া হাসপাতালে রেফার করা হয়। অন্য দিকে, এদিন সকাল ১০টা নাগাদ বিশালগড় বাইপাস রোডে স্কুটি এবং লরির সংঘর্ষে আহত হন দেবমাল্য শীল। দমকল কর্মীরা ছুটে এসে আহত যুবককে উদ্ধার করে মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। প্রতিদিনই বিশালগড় মহকুমায় একের পর এক যান দুর্ঘটনা ঘটছে। যার ফলে জনমনে দেখা দিয়েছে বিভিন্ন প্রশ্ন।

আহত এক শিশু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ ডিসেম্বর।। স্কুটারের ধাক্কায় আহত হয় চার বছরের পল্লবী সাহা। শুক্রবার সকালে উদয়পুর আরকেপুর থানার সামনে এই ঘটনা। শিশুকন্যা তার পরিবারের সদস্যদের সাথে বাজারে এসেছিল। তখনই কোনো কারণে একটি স্কুটারের সাথে তার ধাক্কা লাগে। আহত অবস্থায় শিশুটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। দুর্ঘটনা দেখে মুহূর্তের মধ্যে প্রচুর লোক জমায়েত হয় ঘটনাস্থলে। প্রত্যক্ষদর্শীরাই শিশুটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

অসম্মানিত প্রদ্যোত, প্রতিবাদে মিছিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ ডিসেম্বর।। বৃহস্পতিবার খুমুলুঙ-এ টিপিএফ'র কর্মসূচিতে মহারাজা প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণকে অসম্মানিত করা হয়েছে। এমনকী তার উপর আক্রমণের চেষ্টা হয়েছিল। এই অভিযোগে শুক্রবার রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তিপ্রা মথার নেতা-কর্মীরা। তারই অঙ্গ হিসেবে এদিন কিল্লা নোয়াবাড়ি এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। সন্ধ্যায় নোয়াবাড়ি এলাকার পথ পরিক্রমা করে তিপ্রা মথার নেতা-কর্মীরা ওই ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার তিপ্রা মথা এবং টিপিএফ কর্মীদের সংঘর্ষ ঘটেছিল। পরবর্তী সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ ছুটে যান টিপিএফ'র সভাস্থলে। সেখানেই তার উপর আক্রমণের চেষ্টা হয়। টিপিএফ কর্মীদের সাথে প্রচণ্ড বাগবিতন্ডা হয়েছিল প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের। সেই ঘটনার রেশ ধরে এখন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ চালিয়ে যাচ্ছেন তিপ্রা মথার নেতা-কর্মীরা।

দুষ্কৃতি হামলায় সংকটজনক যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৭ ডিসেম্বর।। বাড়ি ফেরার পথে দুষ্কৃতিদের অতর্কিত হামলায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে এক যুবক। গুরুতর আহত তার ছোট ভাই। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা নাগাদ জৈথাং এডিসি ভিলেজের টংছড়ার বাসিন্দা কিরেন্দ্র রিয়াং তার ছোট ভাই ফিলিপ রিয়াং, সুভাষ ও রূপেন শনিছড়া বাজার থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে পুষ্পপাড়া এলাকার মুখে দুষ্কৃতিরা অতর্কিত হামলা করে। মুখে কালো কাপড় বেঁধে দা ও রড দিয়ে তাদের উপর হামলা করা হয়। সুভাষ ও রূপেন কোন মতে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। দুষ্কৃতিরা কিরেন্দ্র এবং ফিলিপকে প্রচন্ডভাবে মারধর করে তাদের কাছ থেকে দুটি এটিএম কার্ড, একটি এন্ড্রয়েড মোবাইল, হাতের ঘড়ি, সোনার চেইন এবং এটিএম থেকে তোলা টাকা সবকিছুই ছিনতাই করে নিয়ে যায়। উল্লেখ্য, কিরেন্দ্র কর্মসূত্রে ব্যাঙ্গালোরে থাকে। কিছুদিন পূর্বে সে বাড়িতে এসেছে। বাড়িতে ঘর বানানোর কাজ চলছে, সেই কাজের জন্য বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এটিএম-এ টাকা তুলতে গিয়েছিল। বাড়িতে আসার পথে দুষ্কৃতিদের দ্বারা আক্রান্ত হয় সে ও তার ছোট ভাই। পরবর্তীতে গ্রামবাসীরা কিরেন্দ্র এবং ফিলিপকে উদ্ধার করে শনিছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ধর্মনগরের উত্তর জেলা হাসপাতাল তাদেরকে রেফার করে। কিরেন্দ্র'র অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। শুক্রবার সকালে উত্তর জেলা হাসপাতালে তাদের দেখতে গ্রামবাসীরা ভিড় জমায়। এ বিষয়ে বৃহস্পতিবার রাতে চুরাইবাড়ি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। কালো কাপড়ে মুখ বাঁধা অবস্থায় থাকলেও দুষ্কৃতিদের একজনকে তারা চিনতে পেরেছে। দক্ষিণ শনিছড়া এক নম্বর ওয়ার্ডের আব্দুল মতিন এই কাণ্ডে জড়িত বলে এলাকাবাসী জানিয়েছে। এখন দেখার বিষয়, পুলিশ এ বিষয়ে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

শিশুর আহত হওয়ার ঘটনায় নয়া মোড়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ ডিসেম্বর।। মামার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে যাওয়া ১০ বছরের শিশুর আহত হওয়ার ঘটনায় নয়া মোড় সামনে এসেছে। বৃহস্পতিবার ঘটনার পর সবাই জানতে পেরেছিলেন শিশুটি নিজে থেকেই পা পিছলে ছাদের উপর থেকে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরে জানাজানি হয় শিশুটির ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ার পেছনে অন্য এক ঘটনা লুকিয়ে আছে। অভিযোগ, এলাকার অন্য এক ব্যক্তি শিশু অধীর বণিককে তাদের ঘরের সিলিং-এ উঠিয়েছিলেন। কারণ, সিলিং-এ একটি বিড়াল ছানা লুকিয়েছিল। তাকে ধরার জন্যই অধীরকে কাজে লাগান মামার প্রতিবেশী বাবুয়া ভট্টাচার্য। উদয়পুর মহকুমার মধ্যপাড়া এলাকায় এই ঘটনা। অধীর বণিকের মামার তরফ থেকে ইতিমধ্যেই বাবুয়া ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। শিশুটি বর্তমানে জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। ঘটনার পর তাকে প্রথমে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। সেখান থেকে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় রেফার করা হয় জিবিপি হাসপাতালে। এখন জিবিপি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে তার চিকিৎসা চলছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে ওই এলাকার লোকজন হঠাৎ বিকট আওয়াজ শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। তারা দেখতে পান শিশুটি গুরুতর আহত এবং রক্তাক্ত অবস্থায় নিচে পড়ে আছে। চিৎকার চেঁচামেচিতে শিশুটিকে নিয়ে আসা হয় হাসপাতালে। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশের চাপে অভিযুক্ত বাবুয়া ভট্টাচার্য ঘটনাটি স্বীকার করেন। আহত শিশুটির বাড়ি আগরতলায়। তার পরিবারের লোকজন এখন শারীরিক অবস্থা নিয়ে খুবই চিন্তিত। জানা গেছে, অধীর বণিক মামার বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করে।

পরিচয় মিললো

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৭ ডিসেম্বর।। বৃহস্পতিবার বিশালগড় ভুঁইয়ারমাথা এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত মহিলার পরিচয় জানা গেছে। আহত মহিলার নাম পিংকি নমঃ। তার বাড়ি আগরতলার দশমীঘাট ইন্দিরা কলোনি এলাকায়। স্থানীয় আবাসনে বসবাস করেন পিংকি। কিন্তু বেশ কিছু দিন ধরে তিনি বাড়িতে ছিলেন না। উদয়পুরের যুবক সাগর নমঃ'র সাথে বাইকে ছিলেন পিংকি। সাগর নমঃ দুর্ঘটনার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই প্রাণ হারান। তবে পিংকির শারীরিক অবস্থাও এখনও সংকটমুক্ত নয়। পিংকির দুটি সন্তান আছে। সাগর নমঃ'র পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, কাজের কথা বলে তিনিও সপ্তাহখানেক আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেন। শুক্রবার ময়নাতদন্তের পর যুবকের মৃতদেহ তার পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পরীক্ষা কেন্দ্রে যাবার পথে দুর্ঘটনা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৭ ডিসেম্বর।। পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় আহত এক পরীক্ষার্থী। ঘটনা শুক্রবার সকাল ১১ টায় খোয়াই চেবরি বাজার সংলগ্ন এলাকায়। আহত ছাত্রের নাম রিয়েশ দেববর্মা। বাড়ি তুলাশিখর। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, রিয়েশ তুলাশিখর নিজ বাড়ি থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য খোয়াই দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়র পরীক্ষা কেন্দ্রে আসছিল। চেবরি বাজার সংলগ্ন এলাকাতে আসতেই জাতীয় সড়ক নির্মাণ সংস্থার আরজে১২ জেড সি ৩২১৩ নম্বরের একটি গাড়ি তাকে ধাক্কা দেয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা ঘটনাটি দেখতে পেয়ে সাথে সাথেই ঘটনাস্থল থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় রিয়েশকে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সে।

সম্পাদক পরিমল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অমরপুর, ১৭ ডিসেম্বর।। সিপিআইএমের ২৩ তম অমরপুর মহকুমা কমিটির সম্মেলন শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়। অমরপুর দশরথ দেব স্মৃতি ভবনে এদিনের সম্মেলনে পার্টির পতাকা উত্তোলন করেন প্রবীণ পার্টি নেতা হরিদত্ত জমাতিয়া। পার্টির পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাতে যারা শহিদ হয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। এদিন শোক প্রস্তাব পাঠ করেন পার্টির নেতা শিমুল চক্রবর্তী। এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম নেতা রতন ভৌমিক, নরেশ জমাতিয়া, পার্টির গোমতী জেলা কমিটির সম্পাদক মাধব সাহা-সহ অন্যান্যরা। এদিনের সম্মেলনে অমরপুর মহকুমার অন্তর্গত প্রতিটি অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। অমরপুর মহকুমা কমিটির ২৩তম সম্মেলন থেকে ৩১ সদস্যক মহকুমা কমিটি গঠন করা হয়। তিন জনকে আমন্ত্রিত সদস্য করা হয়। আমন্ত্রিত সদস্য সহ মোট ৩৪ জনের মহকুমা কমিটি ঘটিত হয়েছে। সম্পাদক হিসেবে পুন:নির্বাচিত হয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক পরিমল দেবনাথ।

হীরার রাজ্যে এক বছর ধরে বিকল ট্রান্সফরমার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৭ ডিসেম্বর।। এক বছর ধরে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার বিকল হয়ে থাকলেও সারাইয়ের উদ্যোগ নেই দফতরের ফলে ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসীরা। জানা যায়, মোহনভোগ আরডি ব্লকের অন্তর্গত তেল কাজলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের ট্রান্সফরমারটি দীর্ঘদিন ধরে বিকল হয়ে আছে। তাই বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে পাশের একটি গ্রাম থেকে বিদ্যুৎ তারের সংযোগ এনে গত এক বছর কোনরকমে বিদ্যুৎ পরিষেবা

গ্রহণ করছে স্থানীয় এলাকার লোকজন। বর্তমানে বিদ্যুতের ট্রান্সফরমারের চারদিক বনজঙ্গলে ঘেরা রয়েছে। বার বার বিদ্যুৎ অফিসে যোগাযোগ করার পরেও বিদ্যুৎ অফিস কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ট্রান্সফরমারটি সারাইয়ের জন্য কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করছে না। এই নিয়ে জনগণের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। জানা যায়, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমারটি শর্ট হয়ে থাকে, যার ফলে গৃহপালিত পশু কয়েকদিন পর পর মারা যাচ্ছে। কারণ স্থানীয় এলাকার লোকজন বাধ্য হয়ে এই বিদ্যুতের ট্রান্সফরমারের উপর দিয়ে অন্য এলাকা থেকে বিদ্যুৎ তারের সংযোগ এনেছে। কারণ ট্রান্সফরমারটি বিকল হওয়ার ফলে বিদ্যুৎ পরিষেবা গ্রহণ করার জন্য ওই এলাকার লোকজন সঠিক নিয়ম না জেনে বিদ্যুৎ পরিষেবা গ্রহণ করছে। যার ফলে ঘন ঘন বিকল ট্রান্সফরমারটি শর্ট হয়ে থাকে। একই ট্রান্সফরমার দিয়ে দুই এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করায় সঠিকভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবা পাচ্ছে না গ্রাহকরা। এখন দেখার বিষয়, এক বছর অতিক্রম হলেও খবরের জেরে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে বিদুৎ দফতর।

বাইক চোর সন্দেহে গণধোলাই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৭ ডিসেম্বর।। মধুপুর থানা এলাকা থেকে সতীশ দেববর্মা নামে এক যুবককে বাইক চোর সন্দেহে আটক করেছিল পুলিশ। মধুপুর থানার পুলিশ তাকে জেরা করে পরবর্তী সময় ছেড়ে দেয়। কিন্তু ওই যুবককে রাস্তা থেকে অপহরণের কায়দায় গাড়িতে তুলে নিয়ে আসে বিশালগড় নেহালচন্দ্রনগরের যুবকরা। তাদের অভিযোগ, সতীশ দেববর্মা বাইক চুরির সাথে জড়িত। এমনকী গরু পাচারের সাথেও যুক্ত সে। এদিন সতীশ দেববর্মাকে নেহালচন্দ্রনগরে এনে গণধোলাই দেয় যুবকরা। পরবর্তী সময় বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে ছুটে আসে। অভিযুক্ত যুবককে উদ্ধার করে তারা বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসেন। পরবর্তী সময় তাকে চিকিৎসা করিয়ে বিশালগড় থানায় নিয়ে আসা হয়। সতীশ দেববর্মার বাড়ি কোনাবন এলাকায়। একেবারে সীমান্ত লাগোয়া তার বাড়ি। সেই কারণেই সবাই সন্দেহ করছে সতীশ বাইক চুরির সাথে জড়িত। কিন্তু অভিযুক্ত যুবক তার বিরুদ্ধে উঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছে। নেহালচন্দ্রনগর এলাকার এক ব্যক্তি জানান, কিছুদিন আগে তার বাইক চুরি হয়েছিল। তারা সন্দেহ করছেন এই ঘটনার সাথে সতীশ দেববর্মা জড়িত আছে। সেই ঘটনার অভিযোগমূলে সতীশ দেববর্মাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মধুপুর থানার পুলিশ আটক করে নিয়ে আসে। কিন্তু পরবর্তী সময় তাকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু স্থানীয়দের সন্দেহ কাটেনি। তাই ওই যুবককে নেহালচন্দ্রনগরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে আসা হয়। তাকে মারধরের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন তারা।

PNIeT NO-53/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21

The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid Item rate e-tender PWD(FORM-8) The details are below:

Sl. No.	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1.	DNIe-T No.43/EE/PWD(DWS)/AMB/2021-22	453600.00	29-12-2021
2.	DNIe-T No.46/EE/PWD(DWS)/AMB/2021-22	797021.00	
3.	DNIe-T No.47/EE/PWD(DWS)/AMB/2021-22	797021.00	
4.	DNIe-T No.48/EE/PWD(DWS)/AMB/2021-22	797021.00	
5.	DNIe-T No.49/EE/PWD(DWS)/AMB/2021-22	797021.00	

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact 03826-267230/9436355955

(For and on behalf of Governor of Tripura)

Sd/- illegible
(Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division Ambassa,
Dhalai District, Tripura

ICA-C-2972-21

NOTICE INVITING e-TENDER NO: **25/EE/WRD-I/e-tender/2021-22.** Dated:**-15/12/2021.**

Sl. No	DNIT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1.	DNIeT No.08/SE/WRC-1/DNIeT/2020-21	Rs. 61,09,600.00	Rs. 61,096.00	**06(six) Months.**

Last date and time for document downloading and bidding on 24-12-2021 and

Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs. on 27-12-2021. if possible.

N.B :(i) No Negotiation will be conducted with the Lowest Bidder.
ii) For more details kindly visit https://tripuratenders.gov.in and

FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

Sd/- Illegible
(Er. Pankaj Kumar Raha)
Executive Engineer
W.R. Division No-I
Kunjaban, Agartala

ICA-C-2966-21

Referance:-Case No. Crl. Misc 40 of 2020 & O/S dt.16/11/2021 arising out from Irani P.S GDE No-17 dt.04/11/2020 seizure U/S-102 Cr.P.C. Reg. auction.

এতদ্বারা জনগণের অবগতির জন্য জানানু যাচ্ছে যে, গত ০৪/১১/২০২০ইং তারিখ বি.এস.এফ সাতলং বিওপি মোট পাঁচটি গরু বর্ডার এ আটক করে ইরানি থানাকে প্রদান করেন যাহা ইরানি থানাতে পুনরায় U/S-102 Cr.P.C ধারায় বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং মাননীয় আদালতকে অবগত করে মাননীয় আদালতে রিপোর্ট পেশ করা হয় এবং উক্ত আদালত এর আদেশ মতো এই ঘোষণাপত্র জারি করা হল, এই মর্মে যে মাননীয় আদালতের আদেশ মতে পাঁচটি গরুর নিলাম করা হবে আগামী ১৩/১২/২০২১ইং তারিখ ইরানি থানায়। উক্ত নিলামে অংশ গ্রহন করতে ইছুক সকলকে উক্ত তারিখে সকাল ১১ ঘটিকায় ইরানী থানায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরুধ করা যাচ্ছে।

গরুগুলির বর্ণনা ঃ- মোট পাঁচটি গরু এর মধ্যে —
১। একটি লাল সাদা রং-এর গাভী যাহার শিং অনুমান ৪ ইঞ্চি।
২। মোট তিনটি লাল রং এর বাছুর বয়স অনুমান তিন বৎসর।
৩। একটি কাল লাল রং-এর ডেকা বাছুর।

ভারপ্রাপ্ত কায্যকারক
ইরানি থানা, কৈলাশহর
উনকোটি, ত্রিপুরা।
Dt.06/12/2021
Officer-in-charge
Irani Police Station
Unakoti, Tripura, Kailashahar.

ICA-D-1469-21

বাবা দেয় চোর পাহারা, ছেলে করে চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ ডিসেম্বর।। বাবা পুলিশকর্মী হওয়ার সুবাদে সাধারণ মানুষ তার উপর ভরসা করেন। কারণ, যেকোনো ঘটনার পর নাগরিকরা সাহায্য চাইতে পুলিশের কাছেই ছুটে যান। কিন্তু সেই বাবার ছেলেই যদি মানুষের আতঙ্ক এবং যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে মানুষ কোথায় যাবে? উদয়পুরে আরকেপুর থানার পুলিশ চুরির অভিযোগে এক পুলিশকর্মীর ছেলেকেই জালে তুলেছে। অভিযুক্ত যুবকের নাম হানতে জমাতিয়া। তার বাবা ত্রিপুরা পুলিশে কনস্টেবল পদে কর্মরত। উদয়পুর পুলিশ লাইন কোয়ার্টারে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছে জমাতিয়া পরিবার। গোমতী জেলা পুলিশ লাইনে এর আগেও বেশ কয়েকবার চুরির অভিযোগ উঠেছিল হানতে জমাতিয়ার বিরুদ্ধে। কিন্তু কোনো প্রমাণ না থাকায় সে পার পেয়ে যায়। হয়তো বাবা পুলিশ হওয়ার কারণেই ছেলে এতদিন ধরে ছাড় পেয়ে গেছে। কিন্তু এবার সে উদয়পুরের জুয়েলারী দোকানে সিটি গোল্ডের অলঙ্কার বিক্রি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে যায়। শুক্রবার হানতে জমাতিয়া সিটি গোল্ডের অলঙ্কারকে স্বর্ণালঙ্কার বলে বিক্রি করতে গিয়েছিল ওই দোকানে। কিন্তু দোকান মালিকের বিষয়টি সন্দেহ হওয়ায় তিনি যুবককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। অভিযোগ, সিটি গোল্ডের অলঙ্কার স্বর্ণালঙ্কার ভেবেই চুরি করে নিয়ে এসেছিল হানতে জমাতিয়া। উদয়পুর মহকুমার মানুষ চোরের বাড়বাড়ন্তে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। গত কয়েক সপ্তাহে বাইক চুরি, ছিনতাই, অপহরণ, শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ এবং মারপিটের মামলা সেঞ্চুরি পার করেছে। বিগত দিনে এত সংখ্যক ঘটনা দেখা যায়নি বলে খোদ পুলিশকর্মীরা বলছেন। ঘটনার অনুপাতে অভিযুক্তরাও প্রচুর সংখ্যায় পুলিশের জালে ধরা পড়ছে। পুলিশ কনস্টেবল অঞ্জন জমাতিয়ার ছেলে হানতে জমাতিয়ার চুরির ঘটানাটি সামনে আসার পর পুলিশকেই চাপে পড়তে হয়েছে। অভিযোগ, সেই যুবক উদয়পুরে কম করে ১০ থেকে ১৫টি চুরির ঘটনার সাথে জড়িত। গত বৃহস্পতিবার দুপুরেই ৫টি বিভিন্ন জায়গায় চুরি করেছে সে। তিন জায়গায় হাতেনাতে ধরা পড়ে যাওয়ায় গণধোলাই হজম করতে হয়। দুইবার করে তাকে থানায় আটক করে নিয়ে আসা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হানতে জমাতিয়ার বাবা ছেলেকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যান। রাত শেষে সকাল হতেই ওই যুবক ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এবার উদয়পুরের একটি জুয়েলারী দোকানে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে যায়। প্রশ্ন উঠছে খোদ পুলিশকর্মীর পরিবারের সদস্যরাই যদি এই ধরনের ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়ে তাহলে সাধারণ মানুষ কার উপর ভরসা করবে?

"Notice Inviting Tender"

Notice Inviting Tender in sealed cover is hereby invited by the Medical Superintendent & Head of office, AGMC & GBP Hospital, Government of Tripura, Agartala on behalf of the Governor, Tripura from reputed firms/Agencies **for urgent supply of "supply of package of Permanent pacemaker single Chamber" for the use of** CTVS **OT & CATH LAB,** Agartala Govt. Medical College & G.B.P. Hospital, Agartala-799006, Tripura". **The last date of submission of NIT from 11.00 AM to 04.00 PM up to 3rd January, 2022.**

The detailed terms & Conditions of the **N.I.T** can be collected free of cost from the NHM section (ground floor) O/o the Medical Superintendent & GBP Hospital, Agartala, **on all working days from 11:00 AM to 04:00PM up to 1st January, 2022.**

Sd/- Illegible
Executive-cum-Member Secretary
(Medical Superintendent & Head of Department,)
AGMC & GBP. Hospital, Agartala. Tripura

ICA-C-2979-21

CORIGENDUM

Please read as last date and time for receipt of application for issue of tender form will be 18/12/2021 upto 16.00 Hrs instead of upto 16.00 Hrs on 16/12/2021. Date and time of opening of tender will be 20/12/2021 at 15.30 Hrs instead of 15.30 Hrs on 17/12/2021 as stipulated this office PNIeT No. No.EE-IED/PWD/AGT/50/2021-22 dated 03/12/2021 circulated vide Memo No.F.3(28)/EE-IED/AGT/2021-22/8126-8192 dated 03/12/2021.

All other terms & condition shall remain un-altered.

Sd/- Illegible
ER. Dhrubapada Debnath
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Agartala, West Tripura
Mobile no.9436925870

ICA-C-2987-21

SHORT NOTICE INVITING e-TENDER (2nd Call)

No.F.1(21)-GDP/UDP/DNIT/2021/FIRE EQUIP/ **Date : 14/12/2021**

The undersigned invites e-Tender through e-Procurement website https://www.tripuratenders.gov.in from bonafide & re-sourceful manufacturers/authorized dealers/distributors/reputed firms, having minimum experience in Supplying. Fitting-Fixing Installation and Commissioning of Fire Safety Equipments and Accessories to different Agencies for the following work.

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest money	Cost of Tender Fee	Date of Downloading Tender Form	Last Date of submitting e-Tender	Time for Completion
1.	Supplying, Fitting-fixing, Installation and Commissioning of Fire Safety Equipments and Accessories	Rs. 4,00,000.00 (Rupees Four Lakhs only)	Rs. 4,000.00 (Rupees Four Thousand only)		15/12/2021(from 5:30PM) to 04/01/2022(upto 5:00PM)	04/01/2022 Upto 05:30 P.M.	30 (Thirty) days

Sd/- Principal-in-charge,
Gomati District Polytechnic
Fulkumari, Udaipur, Gomati, Tripura

ICA-C-2996-21

এক নজরে

চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (ডিফেন্স),**
শূন্যপদ ঃ ৬১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৪-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কোলফিল্ড),**
শূন্যপদ ঃ ১২৯৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি, মাধ্যমিক , আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৬ - ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১২১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ২০১৯, '২০, '২১-এ পাস আউট হতে হবে,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **টেকনিক্যাল অফিসার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৩০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ ডিসেম্বর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসি. ইঞ্জিনিয়ার (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৪৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক (সিভিল) পাশ,
বয়স ঃ ২১-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ ডিসেম্বর,
গেইট স্কোরের ভিত্তিতে ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **পোস্টাল অ্যাসি., সর্টিং অ্যাসি. (ডাক বিভাগ, বহিঃরাজ্যে),**
শূন্যপদ ঃ ১২৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, দক্ষ খেলোয়াড়দের অগ্রাধিকার,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ২৪ ডিসেম্বর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসি. ম্যানেজার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৭৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, নার্স, ফার্মাসিস্ট (শক্তি মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৭২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, বিএসসি নার্সিং পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (ইন্ডিয়ান অয়েল),**
শূন্যপদ ঃ ৩০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক , আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এল. ডি. অ্যাসিস্ট্যান্ট-কাম-টাইপিস্ট (সচিবালয়),**
টিপিএসসি'র মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, কম্পিউটারে প্রতি মিনিটে ৪০টি ইংরেজি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে,
বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি,
রাজ্যের ৬টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সুপারভাইজর (আইসিডিএস, ত্রিপুরা),**
টিপিএসসি'র মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৩৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে বাংলা/ ককবরক ভাষা জানা সহ কিছু বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা প্রয়োজন,
বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি,
রাজ্যের ৫টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো হবে।

০--০--০--০০০--০--০--০

কোলফিল্ডে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরির লক্ষ্যে ১২৯৫ এপ্রেন্টিস

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কোলফিল্ডে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ১২৯৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক , আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৬ - ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

কোলফিল্ডে বিশেষ করে নর্দার্ণ কোলফিল্ডে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। নর্দার্ণ কোলফিল্ডে এখন ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে ১,২৯৫ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। উত্তরাঞ্চ লীয় কোলফিল্ডে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ২০-১২-২০২১-এর হিসেবে ১৬ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উধর্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - এনসিএল, এইচআরডি/ ২১/ ২৪৩৯, তারিখ ২৭ নভেম্বর, ২০২১। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — ক্রমিক নং - ১ ঃ ওয়েল্ডার ট্রেডে মোট শূন্যপদ ৮৮টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ১২টি, এসটি'র জন্য ১৭টি, ওবিসি'র জন্য ১৩টি পদ সংরক্ষিত। ৪৬টি পদ অসংরক্ষিত। উল্লেখ্য, মোট শূন্যপদের মধ্যে ৩টি রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য। ক্রমিক নং ২ ঃ ফিটার ট্রেডে মোট শূন্যপদ ৬৮৫টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ১০২টি, এসটি'র জন্য ৯৭টি, ওবিসি'র জন্য ১৩৭টি পদ সংরক্ষিত। ৩৪৯টি পদ অসংরক্ষিত। উল্লেখ্য, মোট শূন্যপদের মধ্যে ২৭টি রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য। ক্রমিক নং ৩ ঃ ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেডে মোট শূন্যপদ ৪৩০টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৬৪টি, এসটি'র জন্য ৬১টি, ওবিসি'র জন্য ৮৬টি পদ সংরক্ষিত। ২১৯টি পদ অসংরক্ষিত। উল্লেখ্য, মোট শূন্যপদের মধ্যে ১৭টি রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য। মোটর মেকানিক ট্রেডে মোট শূন্যপদ ৯২টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ১৩টি, এসটি'র জন্য ১৩টি, ওবিসি'র জন্য ১৮টি পদ সংরক্ষিত। ৪৮টি পদ অসংরক্ষিত। উল্লেখ্য, মোট শূন্যপদের মধ্যে ৩টি রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য। প্রশিক্ষণ কাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ১ বছর রাখা হয়েছে।

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। উচ্চতর বা অধিকতর পেশাগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী এবং আবেদন পত্র পেয়ে যাবেন কোলফিল্ডের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ২০ ডিসেম্বর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সুরক্ষিত করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। ফর্ম ফিলাপের প্রয়োজনে, গার্জিয়ানের সই, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, মার্কশিট ইত্যাদিরও স্ক্যান করা কপি আপলোড করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার কাজ একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কোলফিল্ডে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২৯৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি, মাধ্যমিক , আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৬ - ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ ডিসেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **অ্যাসি. ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* শক্তি মন্ত্রকে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, নার্স, ফার্মাসিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, বিএসসি নার্সিং পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* ইন্ডিয়ান অয়েলে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক , আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের সচিবালয়ে **এল. ডি. অ্যাসিস্ট্যান্ট-কাম-টাইপিস্ট** পদে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, কম্পিউটারে প্রতি মিনিটে ৪০টি ইংরেজি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে, বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি, রাজ্যের ৬টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো হবে।

* ত্রিপুরা সরকারের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে **সুপারভাইজর** পদে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে বাংলা/ ককবরক ভাষা জানা সহ কিছু বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা প্রয়োজন, বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি, রাজ্যের ৫টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো হবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * ডিফেন্স বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৪-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কোলফিল্ডে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২৯৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি, মাধ্যমিক , আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৬ - ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ২০১৯, '২০, '২১-এ পাস আউট হতে হবে, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **টেকনিক্যাল অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ ডিসেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকে **অ্যাসি. ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক (সিভিল) পাশ, বয়স ঃ ২১-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ ডিসেম্বর, গেইট স্কোরের ভিত্তিতে ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* ডাক বিভাগে বিশেষ করে বহিঃরাজ্যে **পোস্টাল অ্যাসি., সর্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, দক্ষ খেলোয়াড়দের অগ্রাধিকার, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ২৪ ডিসেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **অ্যাসি. ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* শক্তি মন্ত্রকে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, নার্স, ফার্মাসিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, বিএসসি নার্সিং পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* ইন্ডিয়ান অয়েলে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক , আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের সচিবালয়ে **এল. ডি. অ্যাসিস্ট্যান্ট-কাম-টাইপিস্ট** পদে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, কম্পিউটারে প্রতি মিনিটে ৪০টি ইংরেজি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে, বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি, রাজ্যের ৬টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো হবে।

* ত্রিপুরা সরকারের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে **সুপারভাইজর** পদে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে বাংলা/ ককবরক ভাষা জানা সহ কিছু বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা প্রয়োজন, বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি, রাজ্যের ৫টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো হবে।

অনলাইনে আবেদনের পর লিখিত পরীক্ষা টিপিএসসি'র মাধ্যমে সুপারভাইজর নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরা সরকারের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে আইসিডিএস সুপারভাইজর পদে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে বাংলা/ ককবরক ভাষা জানা সহ কিছু বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা প্রয়োজন, বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি, রাজ্যের ৫টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো, রাজ্য সরকারের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে আইসিডিএস সুপারভাইজর পদে প্রতিযোগিতামূলক প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষা, মূল পরীক্ষা ও পার্সোন্যালিটি টেস্টের মাধ্যমে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ৮ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞপ্তি নং - ০৬/২০২১। এবারও প্রার্থীবাছাই হবে ত্রি-স্তরীয় পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে হবে প্রতিযোগিতামূলক প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা অর্থাৎ প্রিলিমিনারি টেস্ট। এতে সফল হলে মেইন বা মূল পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবেন। মূল পরীক্ষায় সফল হলে পরে ডাকা হবে পার্সোন্যালিটি টেস্টের জন্য। তবে আবেদনের আগে প্রার্থীকে অবশ্যই নির্দিষ্ট বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে শিক

রাজ্যের সর্ববৃহৎ ফিডে রেটেড দাবা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। রাজ্যের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ফিডে রেটেড দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আগামী ২১ থেকে ২৬ ডিসেম্বর এনএস আরসিসি যোগা হলে অপর্ণা দত্ত স্মৃতি সর্বভারতীয় ফিডে রেটেড দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পেশ করা হয়। শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্সের উপস্থাপনায় এবং মেট্রিক্স চেস অ্যাকাডেমির ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হবে এই আসর। ওয়ার্ল্ড চেস ফেডারেশন এবং অল ইন্ডিয়া চেস ফেডারেশন অনুমোদিত এই আসরের মোট পুরস্কারের মূল্য ২ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা। প্রয়োজনে সেটা বাড়তে পারেও বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্সের কর্ণধার রূপক সাহা। তিনি জানান, এই আসর রাজ্যের দাবারুদের জন্য একটা বড় সুযোগ নিয়ে এসেছে। একটা সময় এই রাজ্যের প্রতিবাভান দাবারুরা বিভিন্ন কারণে বাইরের রাজ্যে রেটিং প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পেত না। এখন এ রাজ্যেই রেটিং প্রতিযোগিতা হচ্ছে যা রাজ্যের দাবাড়ুদের কাছে একটা

বিশাল সুযোগ। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন রাজ্যের দাবা আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। তরুণ প্রজন্মের কাছেও দাবা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। আসরে রেকর্ড সংখ্যক ২৬৬ জন দাবাড়ু অংশগ্রহণ করবে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এর মধ্যে ১৭৫ জন ভিন রাজ্যের। যা ত্রিপুরার দাবার ইতিহাসে আগে কখনও হয়নি। এখন ভিনরাজ্যের দাবাড়ুরা এখানে রেটিং-এর জন্য খেলতে আসছে। বিষয়টা রাজ্যের দাবাড়ুদেরও অনেক বেশি উদ্বুদ্ধ করবে। নেপাল থেকে আসছে দু'জন দাবাড়ু। মহিলা দাবাড়ুর সংখ্যা ৫৫ জন। এছাড়া ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার দীনেশ কুমারও খেলতে আসছে। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের একমাত্র ফিডে মাস্টার দাবাড়ু তথা জাতীয় দলের কোচ প্রসেনজিৎ দত্ত। তিনি জানিয়েছেন, বিভিন্ন বয়সভিত্তিক বিভাগে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ুরা এই প্রতিযোগিতায় খেলবে এটাই ছিল আমাদের লক্ষ্য। স্থানীয় দাবাড়ুরা যাতে এখানেই রেটিং প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পায় সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমরা প্রথমবার এই রেটিং প্রতিযোগিতা শুরু করেছিলাম। তা সফল হওয়ায় এবার আরও একটু বড় পরিসরে উদ্যোগ নিয়েছি। অল ইন্ডিয়া চেস ফেডারেশনের সচিব ভরত সিং চৌহান সমাপ্তি দিন আগরতলায় আসবেন বলে জানিয়েছেন প্রসেনজিৎ। আসরে সর্বমোট ৫৯টি পুরস্কার দেওয়া হবে। উন্মুক্ত বিভাগে চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু পাবে ৩৫ হাজার টাকা ও ট্রফি, রানার্স আপ দাবাড়ু পাবে ২৫ হাজার টাকা ও ট্রফি এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী দাবাড়ু পাবে ২০,০০০ টাকা ও ট্রফি। এছাড়া আরও ১৭জনকে এই বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হবে। ৫০ বছরের বেশি বয়স্ক সেরা দাবাড়ু ৩০০০ টাকা, সেরা মহিলা দাবাড়ু ৩০০০ টাকা পুরস্কার হিসেবে পাবে। রেটিং ক্যাটাগরিতেও মোট ১২টি পুরস্কার দেওয়া হবে। ত্রিপুরার সেরা তিন দাবাড়ু এবং সেরা তিন আনরেটেড দাবাড়ুকে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে। পূর্বোত্তরের সেরা তিন দাবাড়ুও আর্থিক পুরস্কার পাবে।

আজ শুরু অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। অবশেষে ২০২১-২২ মরশুম শুরু হতে চলেছে। অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট দিয়ে এবারের মরশুম শুরু হবে। সদর ক্লাব ক্রিকেট নিয়ে টিসিএ'র কোনো হেলদোল নেই। ক্লাবগুলি রীতিমত অস্তিত্ব সংকটে। পর পর দু'বছর দলবদল প্রক্রিয়াও অনুষ্ঠিত হয়নি। গত বছর তবুও অজুহাত হিসেবে করোনা ছিল। এ বছর সে অজুহাতও দিতে পারবে না টিসিএ। ক্লাব ফোরামের ভূমিকাও এক্ষেত্রে বেশ রহস্যময়। এ অবস্থায় সবার নজর ঘুরিয়ে দিতেই সম্ভবত টিসিএ অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট শুরু করছে। বয়সভিত্তিক ক্রিকেটের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই রয়েছে। পাশাপাশি সিনিয়র ক্রিকেটকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া দরকার। কিন্তু টিসিএ কিছু অপেশাদারি সিদ্ধান্ত রাজ্যের ক্রিকেট পরিবেশটাকে অস্বাভাবিক করে তুলেছে। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় ভাগে ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু হচ্ছে। টিসিএ'র প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঘরোয়া ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু সিনিয়র ক্রিকেট নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। এ অবস্থায় ক্লাবগুলি যতই অসন্তুষ্ট হোক না কেন সেটাকে টিসিএ আমল দিচ্ছে না বলে অভিযোগ। আগামীকাল নিপকো মাঠে প্রগতি বনাম তরুণ সংঘ এবং নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে চাম্পামুড়া বনাম এডিনগর পরস্পরের মুখোমুখি হবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছে, বয়সভিত্তিক ক্রিকেটের পাশাপাশি সিনিয়র ক্লাব ক্রিকেটও করতে হবে। পাশাপাশি রাজ্যভিত্তিক ক্রিকেটের উপর জোর দিতে হবে। অন্যথায় সরবরাহ লাইন নষ্ট হয়ে যাবে।

৬২'র লজ্জায় দল মাঠেই নামলো না

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। কিছুদিন আগেই পুণেতে হকি ইন্ডিয়া সিনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে ৩ ম্যাচে ৬২ গোল হজম করেছে ত্রিপুরা। এ এক বিশাল লজ্জা। রাজ্যের ক্রীড়ার ইতিহাসে অন্যতম কুখ্যাত কালো অধ্যায়। হকি ত্রিপুরার নির্লজ্জ ব্যবসায়িক মানসিকতা রাজ্যের খেলাধূলাকে বাইরের রাজ্যের কাছে হাসির খোরাক করে তুলেছে। মিডিয়ায় এ নিয়ে চলছে লেখালেখি। সেই ভয়েই কিনা কে জানে হকি ইন্ডিয়া জুনিয়র পুরুষ হকিতে প্রথম ম্যাচে রাজ্যদল মাঠেই নামলো না। যথারীতি গোপনে দল গঠন করে হকি ত্রিপুরা তামিলনাড়ুর কোভিলপট্টিতে খেলতে পাঠিয়েছিল খেলোয়াড়দের। যথারীতি অর্থের বিনিময়ে ভিন রাজ্যের খেলোয়াড়দের ত্রিপুরার জার্সি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে ৬২'র লজ্জা সম্ভবত হকি ত্রিপুরা কর্ণধারদে'ও কিছুটা লজ্জিত করেছে। তাই জুনিয়র হকিতে বাংলার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে মাঠেই নামলো না ত্রিপুরা। প্রতিপক্ষকে ওয়াকওভার দেওয়া হলো। মাঠে নামলে হয়তো ৬২'র লজ্জাকেও ছাপিয়ে যেত ত্রিপুরা। সেই ভয়টা পেয়েছিলেন হকি ত্রিপুরার কর্মকর্তারা। একে ৬২'র লজ্জা, তার উপর মিডিয়ার অনবরত গুঁতো দু'য়ে মিলে এদিন মাঠে নামার সাহস পেল না হকি ত্রিপুরা। ফলে পুরো পয়েন্টের পাশাপাশি বাংলা পেয়েছে ৫ গোল। আগামীকাল তেলেঙ্গানার বিরুদ্ধে খেলা। এরপর সোমবার হরিয়ানার বিরুদ্ধে খেলা রয়েছে। এই দুটো ম্যাচেও রাজ্য দল খেলতে নামবে না। অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে ওয়াকওভার দিয়ে দেওয়া হবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছে, বেশ বুদ্ধিমানের কাজ করেছে হকি ত্রিপুরার কর্মকর্তারা। কারণ, ৬২'র লজ্জায় জেরবার ত্রিপুরার ক্রীড়ামহল। ভিনরাজ্যের মানুষ ত্রিপুরাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে। এই অবস্থায় সামনে উঠে এসেছে আরও এক মারাত্মক তথ্য। সেটা হল সিনিয়র এবং জুনিয়র দুটি আসরেই অর্থের বিনিময়ে ভিনরাজ্যের খেলোয়াড়দের রাজ্য দলের জার্সি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় জুনিয়র আসরে নেমেও যদি ৬২'র মত লজ্জা ফিরে আসতো তাহলে হকি ত্রিপুরার উপর চাপ বাড়তো। ফলে এন্ট্রি নিয়েও দল নামালো না ত্রিপুরা। এদিকে সিনিয়র আসরে ৬২ গোল হজম করার বিষয়টা নাকি ক্রীড়ামন্ত্রীর কানেও পৌঁছেছে। তিনি নাকি সমস্ত কিছু জানতে চেয়েছেন। ইতিমধ্যেই হকি ত্রিপুরা সম্বন্ধে এবং অন্যান্য সমান্তরাল সংস্থাগুলির সম্বন্ধেও খোঁজখবর শুরু করেছে ক্রীড়ামন্ত্রী। তরুণ ক্রীড়ামন্ত্রী যখন রাজ্যে একটি খেলাধূলার সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছেন, তখন অন্যদিকে এক কুখ্যাত ক্রীড়া সংগঠক গোটা পরিবেশটাকে বিষিয়ে তুলছেন। বাম আমলেও বহাল তবিয়তে রাজত্ব করেছিলেন এই কুখ্যাত সংগঠক। রাম আমলেও কোনো ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে না। একই রকম সক্রিয়। দেদার বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন। রাজ্যের ক্রীড়া জগতের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের মানসম্মানও ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছেন ওই ক্রীড়া সংগঠক। এখনও কি ওই সব সমান্তরাল সংস্থার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না প্রশ্ন তুলেছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা।

ক্যাম্পের পেছনে বাণিজ্যের অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। প্রতিযোগিতা শুরু করার কোনো উদ্যোগ নেই। অথচ একের পর এক ক্যাম্পের আয়োজন করে চলেছে টিসিএ। রাজ্য ক্রিকেটের ইতিহাসে এত বিশাল সংখ্যক ক্যাম্প অতীতে কখনও অনুষ্ঠিত হয়নি। শুধুমাত্র ৫ জন ক্রিকেটারকে নিয়ে ৭ দিন বা ১০ দিনব্যাপী ক্যাম্প। এরকম ঘটনা কখনও ঘটেনি। বর্তমানে সেই সব অসম্ভব ঘটনাই ঘটে চলেছে। রহস্যটা কি? যেখানে গত বছর কোভিড ১৯'র কারণে ঘরোয়া ক্রিকেট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেখানে এ বছর সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু করা। অথচ এ ব্যাপারে টিসিএ'র কোনো ইতিবাচক মনোভাবের দেখা মেলেনি। শুধুমাত্র জাতীয় আসরের কথা মাথায় রেখে একের পর এক ক্যাম্প অনুষ্ঠিত করে চলেছে। বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি এ বছর আদৌ হবে এরকম নিশ্চয়তা নেই। অন্তত বিসিসিআই'র তরফে এ ব্যাপারে কোনো সবুজ সংকেত দেওয়া হয়নি। অথচ গত দু'মাস ধরে অনূর্ধ্ব ১৬ ক্রিকেটারদের ক্যাম্প চালিয়ে যাচ্ছে টিসিএ। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচের হিসাব দেখানো হচ্ছে এই সব ক্যাম্প বাবদ। আরও অবাক করার মত বিষয় হল, মূল দল বাইরে খেলতে যাওয়ার পরও ৫-৬ জন ক্রিকেটারকে নিয়ে বিশেষ ক্যাম্প ডাকা হচ্ছে। প্রতিটি ক্যাম্পের পেছনেই অজস্র খরচ হচ্ছে। অন্তত হিসেবে নাকি তাই দেখানো হয়। ক্রিকেট প্রেমীরা জানতে চায় প্রকৃত তথ্য। চলতি মরশুমে যতগুলি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে তার ৫০ শতাংশই অপ্রয়োজনীয়। বাকি ৫০ শতাংশ ক্যাম্পের জন্য বিশাল অঙ্কের অর্থ খরচ করার অভিযোগ উঠেছে। ক্রিকেট মহল আশঙ্কা করছে, এই ক্যাম্পের পেছনে আসলে ক্রিকেট বাণিজ্য রমরমা আকার ধারণ করেছে। ক্রিকেট প্রতিযোগিতা নিয়ে আগ্রহ নেই। অথচ একের পর এক ক্যাম্প। ক্রিকেটপ্রেমীদের সন্দেহকে বাড়িয়ে তুলেছে।

মধুসূদন স্মৃতি ভলিবল ২৬ ডিসেম্বর

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। দ্বিতীয় মধুসূদন দাসগুপ্ত স্মৃতি প্রাইজমানি উন্মুক্ত ভলিবল প্রতিযোগিতা আগামী ২৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। পুরুষদের এই আসর উমাকান্ত স্কুলের ভলিবল কোর্টে অনুষ্ঠিত হবে। বিজয়ী দল ৮০০০ টাকা ও ট্রফি, রানার্স আপ দল ৫০০০ হাজার টাকা ও ট্রফি এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী দল ৩০০০ টাকা ও ট্রফি পাবে। এছাড়া দেওয়া হবে শংসাপত্র। ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে এই আসর। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ক্লাবগুলিকে এই আসরে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্রত্যেকটি ম্যাচ হবে ৫ সেটের। এন্ট্রি ফি ১০০০ টাকা সরকারি সংস্থাগুলির জন্য। এছাড়া বেসরকারি সংস্থাগুলির জন্য এন্ট্রি ফি ৫০০ টাকা। নাম নথিভুক্ত করার শেষ তারিখ ২৩ ডিসেম্বর।

যুগ্ম সচিবের নির্দেশিকায় বিভ্রান্তি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। আগামীকাল থেকে শুধু সদর নয় গোটা রাজ্যেই অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট শুরু হবে। তবে টিসিএ'র এক নির্দেশিকায় এ নিয়ে প্রাথমিকভাবে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। বিভ্রান্তি কাটানোর জন্য শুক্রবার টিসিএ'র অফিস বেয়ারার'রা এক বৈঠকে মিলিত হয় টুর্নামেন্ট উপদেষ্টা কমিটির সঙ্গে। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সদর-সহ গোটা রাজ্যে অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট শুরু হবে। প্রশ্ন হল- বিভ্রান্তিটা কেন তৈরি হল? সম্ভবত আগের রাতে বিপরীত কোনো নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছিল। যার ফলে এ বিভ্রান্তি। তবে সুখের কথা হল একদিন ২৪ ঘন্টার মধ্যেই সেই বিভ্রান্তি কাটলো।

চোট সারাতে গিয়ে শিক্ষক রোহিত শর্মা!

নিলেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ক্লাস

ব্যাঙ্গালুরু, ১৭ ডিসেম্বর।। চোট সারাতে ব্যাঙ্গালুরুর জাতীয় অ্যাকাডেমিতে (এনসিএ) রয়েছেন রোহিত শর্মা। রিহ্যাব করার ফাঁকেই শিক্ষক হিসেবে দেখা গেল তাঁকে। অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ক্রিকেটারদের ক্লাস নিলেন ভারতের ওপেনার। শুক্রবার এই ছবি পোস্ট করেছে বিসিসিআই। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের জেরে দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন। তাঁর চোট সারতে তিন-চার সপ্তাহ লাগতে পারে। কিন্তু এনসিএ-তে গিয়ে সময় নষ্ট করলেন না রোহিত। 'বহুমূল্য পরামর্শ' দিলেন ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। বিসিসিআই ছবি পোস্ট করে লিখেছে, 'বহুমূল্যের পরামর্শ। ভারতের সাদা বলের নেতা রিহ্যাবের ফাঁকে সময় বের করে বেঙ্গালুরুর এনসিএ-তে প্রস্তুতিরত অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে পরামর্শ দিলেন।' আর কিছুদিন পরেই সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ খেলতে যাবে ভারতীয় দল। তার আগে প্রস্তুতি শিবির চলছে এনসিএ-তে।

বিদর্ভ ম্যাচ নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। বিজয় হাজারে ট্রফির নকআউট পর্বে বিদর্ভের মুখোমুখি হবে ত্রিপুরা। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হওয়ার আগে নিবিড় প্রস্তুতি চলছে রাজ্য দলের। শুক্রবারও দল দীর্ঘ সময় নেটে ঘাম ঝড়িয়েছে। প্রথম একাদশ নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। যতদূর খবর শেষ ম্যাচে মেঘালয়ের বিরুদ্ধে যে দলটি খেলেছিল সেই দল থেকে একটি পরিবর্তন হতে পারে। প্রাথমিক পর্বে ব্যাটিং এবং বোলিং দুটি বিভাগেই দূরন্ত পারফরম্যান্স করেছে ত্রিপুরা। যদিও বিশেষজ্ঞরা এই পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট হলেও বিদর্ভের বিরুদ্ধে আরও ভালো খেলতে হবে বলে মনে করেন। কারণ পূর্বোত্তরের দলগুলির তুলনায় বিদর্ভ অনেক শক্তিশালী। ২০১৭ এবং ২০১৮ পর পর দু-মরসুমে রঞ্জি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এই পরিসংখ্যানে বুঝিয়ে দেয় বিদর্ভ দলটা ত্রিপুরার কাছে কঠিন প্রতিপক্ষ হতে চলেছে। এই ধরনের জয় পেতে হলে আদর্শ টিম গেম খেলতে হবে। প্রাথমিক পর্বে ব্যাটিং-বোলিং উভয় বিভাগ এক সঙ্গে ভালো পারফরম্যান্স করেছে। যা টানা ৫টি ম্যাচে ত্রিপুরাকে সহজ জয় এনে দিয়েছে। বিদর্ভের বিরুদ্ধেও একইভাবে দুটি বিভাগকে জ্বলে উঠতে হবে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞরা। কে বি পবন বা সমিত গোয়েলের চেয়ে মণিশঙ্কর, রজত কিংবা শুভমদের আগে ব্যাট করতে পাঠালে দলের ব্যাটিং আরও মজবুত হবে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞরা। যদিও টিম ম্যানেজমেন্ট তিন এবং চার নম্বরে পবন ও সমিতকে নামাচ্ছে। এতে করে স্থানীয় ক্রিকেটারদের উপর অবিচার করা হচ্ছে বলে মনে করছে ক্রিকেটপ্রেমীরা। কারণ, সমিত বা পবন এক সময় ভালো ক্রিকেটার ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তারা সেরা সময় পেরিয়ে এসেছেন। শুধুমাত্র টিসিএ প্রমাণ করতে চাইছে যে, এই দুই ক্রিকেটারকে এনে তারা কোনো ভুল করেনি। নিজেদের ভুলকে নিজেরাই সঠিক বলে প্রমাণ করতে চাইছে। এই কারণেই দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পবন বা সমিতদের উপরে নামিয়ে রান করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে রাজ্যের ক্রিকেটপ্রেমীদের প্রশ্ন কোচ সমীর দিঘে কি করছেন? জাতীয় দলের হয়ে খেলা এই ক্রিকেটার ভাল-মন্দ অনেকের চেয়েই বেশি বুঝেন। তার মানে কি টিসিএ কোচের প্রতিও কোনো অলিখিত নির্দেশ দিয়ে রেখেছে। ঘটনা যাই হোক পবন, সমিতরা যতই পূর্বোত্তরের বিরুদ্ধে রান করুক না কেন তারা বিদর্ভের মত দলের বিরুদ্ধে অসামান্য ভূমিকা পালন করবেন এমনটা মনে করছে না ক্রিকেট প্রেমীরা। শক্তিশালী বিদর্ভের বিরুদ্ধে সফল হওয়ার প্রধান উপায় হল ব্যাটিং অর্ডার নিখুঁত রাখা। অর্থাৎ সঠিক ব্যাটসম্যানকে সঠিক জায়গায় ব্যাট করতে পাঠানো। নকআউট পর্বে একটা দারুণ সুযোগ পাচ্ছে ত্রিপুরা। স্থানীয়দের সামনেও এই ম্যাচের সাফল্য অনেক বড় দরজা খুলে দিতে পারে। তাই টিসিএ'র উচিত স্থানীয়দের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখা।

হকিতে পাকিস্তানকে ৩-১ ব্যবধানে হারাল ভারত, জোড়া গোল করে নায়ক হরমনপ্রীত

ঢাকা, ১৭ ডিসেম্বর।। ফের হকিতে ভারতের পাকিস্তান-বধ। শুক্রবার এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত ৩-১ ব্যবধানে হারিয়ে দিল পাকিস্তানকে। গোটা ম্যাচে যে দাপটের সঙ্গে খেলেছে ভারতীয় দল, তাতে এই ব্যবধান আরও বাড়তে পারত। ম্যাচের সাত মিনিটেই এগিয়ে যায় ভারত। প্রথম পেনাল্টি কর্নার ফস্কালেও দ্বিতীয় পেনাল্টি কর্নার থেকে ভারতকে এগিয়ে দেন হরমনপ্রীত সিংহ। প্রথম কোয়ার্টারে আরও দু'বার এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ এসেছিল ভারতের সামনে। প্রথমে সুমিত ব্যর্থ হন। এরপর মনপ্রীতের প্রচেষ্টা বাঁচিয়ে দেন পাকিস্তানের গোলরক্ষক। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে আরও দাপটের সঙ্গে খেলতে থাকে ভারত। শুরুতেই দু'টি গোল বাঁচান পাক গোলরক্ষক। রাজ কুমার পাল অসাধারণ খেলছিলেন। তবে দাপট বজায় রাখলেও দ্বিতীয় কোয়ার্টারে আর গোল হয়নি। তৃতীয় কোয়ার্টারে ভারতের ব্যবধান বাড়ান আকাশদীপ

সিংহ। পাকিস্তানের দু'-তিনজন ডিফেন্ডারকে অনায়াস দক্ষতায় কাটিয়ে আকাশদীপের সামনে গোলের বল সাজিয়ে দিয়েছিলেন লাকরা। তবে তৃতীয় কোয়ার্টার শেষের মুহূর্তে এক গোল শোধ করে পাকিস্তান। জুনেইদ মনজুর গোল করেন। চতুর্থ কোয়ার্টারে ফের ব্যবধান বাড়ায় ভারত। এ বারও পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করেন হরমনপ্রীত। এরপর একাধিক পেনাল্টি কর্নার পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি ভারত। সুযোগ নষ্ট করেছে পাকিস্তানও। লিগের পয়েন্ট তালিকায় ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট ভারতের। সবার উপরে থাকায় সেমিফাইনাল কার্যত নিশ্চিত। প্রথম ম্যাচে কোরিয়ার বিপক্ষে ড্র করার পর বাংলাদেশকে ৯-০ হারিয়েছিলেন মনপ্রীতরা। তাঁদের শেষ ম্যাচ জাপানের বিপক্ষে, আগামী ১৯ ডিসেম্বর। ২০১৮-এ ওমানে হওয়া এই প্রতিযোগিতাতেও পাকিস্তানকে একই ব্যবধানে হারিয়েছিল ভারত। ফাইনালেও মুখোমুখি হয় দুই দল। কিন্তু বৃষ্টির কারণে সেই ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ায় দু'দলকে যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

দ্বিতীয় ডিভিশনে আজ মুখোমুখি ফ্রেন্ডস, নবোদয়

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। একদিন বিরতির পর শনিবার থেকে ফের শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল লিগ। ম্যাচে মুখোমুখি হবে ফ্রেন্ডস বনাম নবোদয় সংঘ। আগের ম্যাচে মৌচাকের সঙ্গে ড্র করেছে নবোদয় সংঘ। খেতাবি লড়াইয়ে থাকতে হলে আগামীকাল ফ্রেন্ডসের বিরুদ্ধে তাদের জিততেই হবে। ফ্রেন্ডসের ক্ষেত্রেও তাই। সবুজ সংঘ এবং কেশব সংঘের বিরুদ্ধে পর পর দুটি ম্যাচে জয় পেয়েছে ফ্রেন্ডস। আগামীকাল নবোদয়ের বিরুদ্ধে জিততে পারলে লিগ টেবিলের শীর্ষে পৌঁছে যাবে তারা। আপাতত তিন ম্যাচ খেলে ৭ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষে মৌচাক। তিন ম্যাচ খেলে ৬ পয়েন্ট পেয়ে স্পোর্টস স্কুল এবং দুই ম্যাচে ৬ পয়েন্ট পেয়ে ফ্রেন্ডস দ্বিতীয় স্থানে আছে। আগামীকাল যদি তারা ম্যাচ জিতে যায় তবে এককভাবে শীর্ষে পৌঁছে যাবে। ফলে ম্যাচটিতে জয়ের জন্য মরিয়া হয়েই মাঠে নামবে তারা।

জঘন্য ফুটবল, দশে থাকা নর্থ-ইস্টের বিরুদ্ধেও হেরে গেল এসসি ইস্টবেঙ্গল

পানাজি, ১৭ ডিসেম্বর।। আইএসএল-এ প্রথম জয় তো এলই না, উল্টে ১০ নম্বরে থাকা নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে কুৎসিত ফুটবল খেলে হেরে গেল এসসি ইস্টবেঙ্গল। খালিদ জামিলের দল জিতল ২-০ ব্যবধানে। লাল-হলুদের প্রাক্তন ফুটবলার ভিপি সুহের প্রথম গোল করলেন। দ্বিতীয় গোল প্যাট্রিক ফ্লোটম্যানের। এসসি ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে যেন মধুর প্রতিশোধ নিলেন খালিদ জামিল। দু'টি গোলের পরেই হাঁটু মুড়ে ঘাসে মাথা ঠেকাতে দেখা যায় তাঁকে। শেষ দিকে লাল কার্ড দেখে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে নেই আন্তোনিয়ো পেরোসেভিচ। কলকাতা ডার্বির পর এসসি ইস্টবেঙ্গলের হয়ে এই ম্যাচে গোলের নিচে দেখা গেল অরিন্দম ভট্টাচার্যকে। যাঁকে নিয়ে এত প্রশ্ন, সেই রাজু গায়কোয়াড়কেও দলে রেখেছিলেন কোচ ম্যানুয়েল দিয়াস। প্রথমার্ধে দু'দলই নির্বিষ ফুটবল খেলেছে। আক্রমণ হচ্ছিল, তবে তা

খুবই ছন্নছাড়া। এসসি ইস্টবেঙ্গল হোক বা নর্থ ইস্ট, গোলের কাছে গিয়ে কেউই ফিনিশ করে আসতে পারছিল না। প্রথমার্ধে সম্ভবত একে অপরকে পরীক্ষা করে নেওয়ার চেষ্টা করছিল দুই দল। এ ছাড়া মূলত মাঝমাঠেই খেলা হয়েছে। তবে প্রথমার্ধে নর্থইস্টের তুলনায় কিছুটা ভাল লেগেছিল এসসি ইস্টবেঙ্গলকে। তাদের আক্রমণের সংখ্যাও ছিল বেশি। যত খেলা এগোচ্ছিল, তত তাদের দাপট বাড়ছিল। সেই দাপটই একেবারে উধাও হয়ে গেল দ্বিতীয়ার্ধে। শেষ ৪৫ মিনিটে অনেক ভাল খেলল নর্থ ইস্ট। তার সুফলও ম্যাচে পেল তারা। আক্রমণে গতি আনতে নাওরেমকে তুলে বিকাশ জাইরুকে নামিয়েছিলেন দিয়াস। তবে তাতে লাভ হয়নি। ঘণ্টা খানেকের মাথায় এগিয়ে যায় নর্থ ইস্ট। মাঝমাঠে সেই রাজুর থেকেই বল কেড়ে নেন নর্থ ইস্টের এক ফুটবলার। সেখান থেকে শুরু আক্রমণ। বক্সের ভেতরে ঢুকে পড়লেও ভিপি সুহেরকে আটকাতে পারেননি একাধিক লাল-হলুদ ডিফেন্ডার। দু'-তিনজন ডিফেন্ডারকে ঘাড়ে নিয়েই অরিন্দমকে প্রথম পোস্টে পরাস্ত করেন ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তনী সুহের। সাত মিনিট পরেই দ্বিতীয় গোল পেয়ে যায় নর্থ ইস্ট। বক্সের বাইরে থেকে পাওয়া ফ্রি কিক আলতো টাচে ডান দিকে থাকা সতীর্থকে দিয়ে দেন নর্থ ইস্টের এক ফুটবলার। সেখান থেকে বক্সে ক্রস ভেসে আসলে ফাঁকায় হেড করেন প্যাট্রিক ফ্লোটম্যান। উল্টে শেষ পর্যায়ে রেফারিকে ধাক্কা মেরে লাল কার্ড খেয়ে পরের ম্যাচে নেই আন্তোনিয়ো পেরোসেভিচ। নির্বাসিত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

দ্বিতীয় দিনের শেষে ৪৫৬ রানে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া

গোলাপি বলের টেস্টে চাপে ইংল্যান্ড

ক্যানবেরা, ১৭ ডিসেম্বর।। বৃহস্পতিবার দিনের খেলা যখন শেষ হয়, তখন শতরান করতে পাঁচ রান বাকি ছিল মার্নাস লাবুশানের। শুক্রবার শতরান করলেও সেটাকে বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি তিনি। ১০৩ রান করে অলি রবিনসনের বলে এলবিডব্লিউ হন লাবুশানে। তাঁকে সঙ্গ দেন স্টিভ স্মিথ। শেষের দিকে ঝোড়ো ইনিংস খেলে অস্ট্রেলিয়ার স্কোর ৪৭৩ রানে পৌঁছে দেন মাইকেল নেসেররা। দিনের শেষে ইংল্যান্ডের স্কোর ১৭/২। শুক্রবার স্টিভ স্মিথ

করেন ৯৩ রান। টেস্টে ২৮তম শতরান হারালেন অল্পের জন্য। লাবুশানে ফিরে গেলেও অ্যালেক্স ক্যারিকে (৫১ রান) নিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে বড় রানে পৌঁছে দেন স্মিথ। তাঁরা দু'জন ফিরলে অস্ট্রেলিয়ার হয

পুলিশকর্মীর স্ত্রী'র ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৭ ডিসেম্বর।। বাড়ির পেছনে সজনে গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় এক গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতার নাম রাতাবলি ত্রিপুরা। বয়স আনুমানিক ৩২ বছর। তার স্বামী বীরলাল ত্রিপুরা রাজ্য পুলিশে কর্মরত। মৃত্যুকালে তিনি দুই সন্তানকে রেখে গেছেন। জানা গেছে, রাতাবলি ত্রিপুরা দীর্ঘদিন ধরে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন। শুক্রবার সকালে ঘরের পেছনে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পায় পরিবারের লোকজন। ঘটনার খবর পেয়ে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ ছুটে আসে। মৃতদেহ উদ্ধার করে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য। কদমতলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর মহিলার মৃতদেহ পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তার মৃত্যুর ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের আবহ বিরাজ করছে। ধারণা করা হচ্ছে, শারীরিক অসুস্থতার কারণে মহিলা ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছেন। তবে পুলিশ এখন অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত করছে।

ভাতিজিকে কাকার শ্লীলতাহানি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর ।। নাবালিকা ভাতিজিকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে পলাতক কাকা। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা মোহনপুর বিধানসভার ছেচুরিয়া গ্রামের মন্ত্রীবাড়ি রোড এলাকায়। অভিযুক্ত কাকার নাম ফণী দাস। সিধাই থানায় এই ঘটনায় একটি মামলা করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার

তদন্তে নামলেও পলাতক অভিযুক্ত। অভিযোগ, বাড়িতে ১৭ বছরের ভাতিজিকে একা পেয়ে শ্লীলতাহানি করে ফণী। মেয়েটি চিৎকার করলে এলাকার লোকজন ছুটে আসেন। এই সুযোগেই পালিয়ে যায় ফণী। এই ঘটনায় মেয়েটির বাড়ি থেকে মামলা করা হয় সিধাই থানায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নিয়োগের দাবিতে আন্দোলন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর ।। চার বছর ধরে এএনএম এবং এমপিডব্লিউ নিয়োগ বন্ধ। শুক্রবার বেকার এএনএম এবং এমপিডব্লিউরা গুর্খাবস্তিতে স্বাস্থ্য দফতরের অফিসের সামনে জমায়েত হন। তারা স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দফতরের অধিকর্তার কাছে তিনটি দাবিতে ডেপুটেশন দেন। তাদের প্রথম দাবি হচ্ছে এএনএম এবং এমপিডব্লিউ'র পদে পড়ে থাকা ৭৯১ শূন্যপদ দ্রুত পূরণ করা। এই মুহূর্তে মাত্র ৪৭জন নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আমরা এটি বাতিলের দাবি করছি। আগেই সিনিয়রিটি এবং মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের দাবি জানিয়েছে এএনএম এবং এমপিডব্লিউরা। ডেপুটেশন থেকে বেরিয়ে আসার পর এক বেকার এমপিডব্লিউ জানান, বাম আমলে শেষবার স্বাস্থ্য দফতর এমপিডব্লিউ নিয়োগ করেছিল। বিজেপি জোট সরকার আসার পর নিয়োগ পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। স্বাস্থ্য দফতর সম্প্রতি জিএনএম পড়ুয়া নার্স এবং ল্যাব টেকনিশিয়ান নিয়োগের কথা বলেছে। কিন্তু এএনএম এবং এমপিডব্লিউ নিয়োগ নিয়ে কোনও কথা নেই। সম্প্রতি চুক্তির ভিত্তিতে ১০০জন এমপিডব্লিউ নিয়োগ করা হয়েছে। সবাইকে ছয় মাসের চুক্তিতে নিয়োগ করা হয়েছে। চুক্তি বাদ দিয়ে নিয়মিত চাকরি হিসেবেই এমপিডব্লিউদের নিয়োগ করতে দাবি করা হয়েছে। বেকার এমপিডব্লিউ-দের দাবি আগে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরই চাকরি মিলতো। এখন অনেক বেশি বেকার বেড়ে গেলেও শূন্যপদগুলিতে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে না।

শ্রমিক স্বার্থে মাঠে সিটু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। শ্রমিক, শ্রমজীবীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নয় দফা দাবিকে সামনে রেখে শ্রম কমিশনারের উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রদান করলো সিআইটিইউ। এই ডেপুটেশনকে কেন্দ্র করে শহরে মিছিল সংগঠিত হয়েছে। মানিক দে-সহ অন্যান্যরা এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি দাবি করেন, বর্তমান সরকার শ্রমিক, শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে কোনও কাজ করছে না। করোনা পরিস্থিতি থেকে এই সময় পর্যন্ত শ্রমিকরা অর্থনৈতিকভাবে সংকটে আছে। তারা তাদের বক্তব্যগুলো তুলে ধরেন। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে, শ্রমিকদের মাসিক মজুরি ২১ হাজার টাকা করা, সামাজিক সুরক্ষা প্রদান, রেগা ও টুয়েপের কাজে ২০০ দিনের কাজ ৬০০ টাকা মজুরি, ছাঁটাইকৃতদের পুনর্বহাল করা, ইটভাটাগুলোকে সচল রাখা, চা শ্রমিকদের জন্য ঘোষিত ১৭৬ টাকা মজুরি প্রদান, পেট্রোল-ডিজেল, রান্নার গ্যাস, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য হ্রাস করা, রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রকে বেসরকারিকরণের রাস্তা থেকে সরে আসা, সমস্ত অসংগঠিত শ্রমিকদের ই-শ্রম কার্ডের আওতায় আনা ইত্যাদি।

হাঁস চুরির অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৭ ডিসেম্বর ।। শীতে হাঁসের মাংসের মজাই আলাদা। কিন্তু এই হাঁস যদি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে তাহলে অভিযুক্তের উপর হাত সাফাই করতে কেউ পিছিয়ে যান না। এমনই ঘটনা শুক্রবার বিশালগড় অফিসটিলা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায়। এলাকাবাসীদের হাতেই ধরা পড়ে যায় এক যুবক। অভিযোগ, ওই যুবক হাসপাতালের কাছে এক বাড়ি থেকে হাঁস চুরি করে পালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু হাঁসের চিৎকারে এলাকাবাসীদের নজর চলে যায় ওই চোরের উপর। তাকে আটক করে এলাকার অনেকেই ● এরপর দুইয়ের পাতায়

স্কুল পড়ুয়ার শ্লীলতাহানি করে গ্রেফতার যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর ।। শহরে এক স্কুল পড়ুয়াকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে এক যুবককে গণপিটুনি দিলো উত্তেজিত জনতা। স্কুলের সামনেই ওই ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ। এডিনগরের এই ঘটনা ঘিরেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে শুক্রবার। অভিযুক্ত যুবকের নাম প্রণব মজুমদার। তাকে এডিনগর থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে। স্থানীয়রা প্রণবের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন। অভিযোগ, কয়েকদিন ধরেই স্কুল পড়ুয়া মেয়েটিকে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিল প্রণব। তার বাড়ি চারিপাড়া এলাকায়। মেয়েটি ভয়ে বাড়িতে কাউকে কিছু আগে জানায়নি। শুক্রবার স্কুল ছুটির পর মেয়েটিকে তার বাড়ির লোকজন নিতে আসে। স্কুলের সামনে প্রণব আবারও কুপ্রস্তাব দেয়। মেয়েটি বাধা দেওয়ায় তার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। মেয়েটির চিৎকারে তার পরিজনদের সঙ্গে ছুটে আসেন আশপাশের লোকজনরাও। তারা এসেই প্রণবকে আটক করে ফেলেন। এই যুবককে মারধর করার পর এডিনগর থানা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, বখাটে প্রণবের জন্য মেয়েরা স্কুলে ঠিকমতো আসা যাওয়া করতে পারে না। তার শাস্তি না হলে এই ধরনের কাজ চালিয়ে যাবে। এমনিতেই করোনা অতিমারির পর স্কুল স্বাভাবিক হতে চলেছে। এই সময়ে প্রণবের মতো যুবকদের কারণে মেয়েরা নিরাপত্তাহীন বোধ করছে। এসব ঘটনায় পুলিশের দায়িত্ব নেওয়ারও দাবি উঠেছে। বিশেষ করে শহরের একটি পুরোনো সরকারি বাংলা মিডিয়াম স্কুলে ছাত্রীর শ্লীলতাহানির ঘটনাটি কিছুতেই ছোটভাবে দেখছেন না অভিভাবকরাও। মেয়েদের নিরাপত্তার প্রশ্নে বখাটেদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে।

কর্ম বিজ্ঞপ্তি

ভারতের বিখ্যাত কোম্পানিতে কর্মী নিয়োগ। সিট লিমিটেড রিক্রুটমেন্ট অফিসার ৫টি পদ অ্যাডভাইজার ১০টি পদ।

— ঃযোগাযোগ ঃ—
Mob - 9366794461
9366791114

ভর্তি চলিতেছে

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
M.A / M.SC/M.COM
(distance mood)
ভর্তি চলিতেছে
যোগাযোগ—
9330622287
9862523625

গ্রিল ভেঙে বাইক চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর ।। শহরে বাইক চুরি কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। বাড়িতে ঢুকে একের পর এক বাইক চুরি করছে চোরচক্র। এবার কৃষ্ণনগরের সুপারিবাগানের মতো ভিড় এলাকাতেও এক বাড়ি থেকে বাইক চুরি করা হয়েছে। এক বছরের মধ্যেই এই বাড়িতে দ্বিতীয়বার বাইক চুরির ঘটনায় গোটা এলাকাতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পালসার সংস্থার বাইকটি চুরি করা হয়েছে রাজু দেববর্মার বাড়ি থেকে। তিনি নিজে থেকেই গোটা এলাকায় বাইকের খোঁজ করেন। রাজু জানান, আগেও তার বাড়ি থেকে বাইক চুরি হয়েছিল। কিন্তু এলাকায় ঠিকভাবে খোঁজ নিয়ে তিনি বাইকটি পেয়ে গিয়েছিলেন। শুক্রবার ভোর চারটা নাগাদ তার বাড়ির গ্রিলের গেট ভেঙে বাইকটি চুরি করা হয়েছে। বাড়ির

সবাই ঘুমিয়ে থাকায় চুরির ঘটনাটি টের পাননি। টি আর - ০১ - এবি-৯১১৮ নম্বরের বাইকের সন্ধানে তিনি গোটা এলাকাতেই খবর নিয়েছেন। পশ্চিম থানায় গিয়ে একটি অভিযোগও দায়ের করেছেন। প্রসঙ্গত, আগরতলায় ব্যাপকহারে বাইক চুরি হচ্ছে। কিন্তু পুলিশ অভিযুক্ত চোরদের নাগাল পায় না বলে অভিযোগ রয়েছে। আগরতলায় স্মার্ট সিটি প্রকল্পে কোটি টাকা প্রকল্পে সি সি ক্যামেরা লাগিয়েছে প্রশাসন। কিন্তু স্মার্ট সিটি প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার আগেই সি সি ক্যামেরাগুলি অকেজো হতে শুরু করেছে বলে অভিযোগ। এই সি সি ক্যামেরা দেখে পুলিশও অপরাধ শনাক্ত করতে পারছে না। পুলিশ সি সি ক্যামেরা দেখে চোর পেলেও আগে গ্রেফতার করতে পারতো না। এখন স্মার্ট সিটি প্রকল্পের সিসি ক্যামেরার উপর রাজ্য পুলিশও বিশ্বাস করতে পারছে না। কারণ বেশিরভাগ ক্যামেরাই অচল হয়ে রয়েছে। কবে কোনটি অচল হয়ে যায় তার ঠিকানা নেই। শুধুমাত্র কিছু বাইক জরিমানা করতেই এই সি সি ক্যামেরাগুলি ট্রাফিক পুলিশের কাজে আসছে। অথচ যে চিন্তাভাবনা নিয়ে স্মার্ট সিটি প্রকল্পে সি সি ক্যামেরা লাগানো হয়েছিল তা সফল হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে।

বয়স কম, দায়িত্ব বড়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৭ ডিসেম্বর।। বাবা-মা নেই। তাই বড় বোন এবং তার সন্তানেরও দায়িত্ব কাঁধে চেপেছে ২০ বছরের করুনবাবু চাকমার। গন্ডাছড়া মহকুমার নাক্কাছড়া ভিলেজের যাত্রাধনপাড়ার বাসিন্দা করুনবাবু চাকমা আজ থেকে ৭ বছর আগে বাবা এবং চার মাস আগে উনার মাকে হারিয়েছিল। এরপরও অতি কষ্টে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন ওই যুবক। গন্ডাছড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ে তৃতীয় সেমিস্টারে পাঠরত করুনবাবু। তিনি আক্ষেপের সুরে জানান, বড় বোন বিয়ের পরও স্বামীর বাড়িতে সংসার করতে পারেননি। দুঃখ কপালে নিয়ে স্বামীর ঘর ছেড়ে দুই সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়িতে আশ্রয় নেন। এখন ছোট ভাইয়ের উপরই পুরোপুরি নির্ভরশীল করুনবাবুর বোন এবং দুই ভাগ্নে। এমতাবস্থায় করুনবাবু অন্যের বাড়িঘরে কাজকর্ম করে অতি কষ্টে নিজের পড়াশোনা যেমন চালিয়ে যাচ্ছেন, ঠিক তেমনি ভাগ্নেদের লেখাপড়া এবং ভরণপোষণের দায়িত্বও সামলে ● এরপর দুইয়ের পাতায়

ঘর ভাড়া

দুই রুম এটাচ্ লেট্রিন এবং কিচেন সহ ফ্যামিলির জন্য ঘর ভাড়া দেওয়া হবে।
ধলেশ্বর রোড নং- ১
মোবাইল নং-
7005714149

রক্তাক্ত যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৭ ডিসেম্বর ।। বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম এক যুবক। ঘটনা বিলোনিয়ার রাধানগর এলাকায়। রক্তাক্ত যুবককে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার নাম বিশ্বজিৎ নমঃ দাস (২১)। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিলোনিয়া রাধানগরে বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যান বিশ্বজিৎ । তিনি বাড়ি থেকে বাইক নিয়ে বের হয়ে প্রায় দুশো মিটার যাওয়ার পরই দুর্ঘটনায় পড়েন। এলাকার লোকজন দেখে তাকে প্রথমে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় উদয়পুর হাসপাতালে। উদয়পুর থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর রক্তাক্ত যুবককে পাঠানো হয় জিবিপি হাসপাতালে। জিবিপিতেই তার চিকিৎসা চলছে। আহত যুবকের বাবা জানিয়েছে, ছেলে নিজেই বাইক থেকে পড়ে গেছে।

TO LET

তিন রুমের সাটার দেওয়া দোকান ঘর একত্রে ভাড়া দেওয়া হবে। যেকোনও অফিস বা শোরুমের জন্য। ধর্মনগর কলেজ রোড। হোন্ডা শোরুমের বিপরীতে।
—ঃ যোগাযোগ ঃ—
Mob - 9862521270
8794111642

সমস্যার সমাধান

মুঠকরণী, বশীকরণ স্পেশালিস্ট

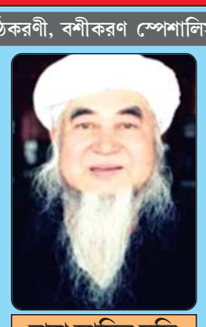

বাবা আমিল সুফি
প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা কালাযাদু, মুঠকরণী, যাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।
CONTACT
9667700474

মাতাল ধরে বড় নেশাকারবারিদের ছাড় ওসি'র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর ।। বড় নেশা কারবারিদের ছেড়ে মাতালদের ধরে সফলতা দেখালো মহারাজগঞ্জ এবং কলেজটিলা পুলিশ ফাঁড়ি। দুই ফাঁড়ি মিলে এক দেশি মদ বিক্রেতা-সহ ৭জনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের অপরাধ একটাই তারা দেশি মদ চেয়েছেন। খোদ মহারাজগঞ্জ বাজারেই বিলিতি মদ বিক্রির কয়েকটি কাউন্টার গড়ে উঠেছে। মদ্যপ অবস্থায় মহারাজগঞ্জ বাজারে বহু লোক দেখা যায়। অথচ পুলিশের নজর পড়লো গরিব দেশি মদ ক্রেতাদের দিকেই। ৭জনকে গ্রেফতার করে পরে ফাঁড়ি থেকেই জামিন দেওয়া হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ির ওসি মুঙ্গেশ পাটারী নিজেই । মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকায় নেশাদ্রব্য বিক্রির বড় বড় গুদাম রয়েছে। এই গুদামগুলি থেকে টাকা তুলতে আলাদাভাবে ক্যাশিয়ার পর্যন্ত নিয়োগ করা আছে ফাঁড়িতে। কলেজটিলা ফাঁড়িতেও খোদ ওসি অরিন্দম রায়ের বিরুদ্ধেই এক এনডিপিএস'র আসামির কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। বড় বড় এনডিপিএস'র আসামিদের বিরুদ্ধে এই পুলিশ অফিসাররা কখনোই অভিযান করেন না। কিন্তু সফলতা দেখাতে দেশি মদ ক্রেতাদের গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। তাদের সঙ্গে প্লাস্টিকের বোতলে দেশি মদের বোতল রেখে ফটো সেশনও করিয়ে নেয়। এই ঘটনায় বাজার ব্যবসায়ীদের মধ্যে পুলিশের ভূমিকায় হাসাহাসিও হয়। কারণ মহারাজগঞ্জ বাজারের কয়েকজন ব্যবসায়ী ব্যাপকহারে তাদের গুদামে নেশাদ্রব্য মজুত করে। ফেন্সিডিল, গাঁজা থেকে শুরু করে ইয়াবা ট্যাবলেট এবং ব্রাউন সুগার মজুত করা হয়। বাইরে থেকে আসা মাল বোঝাই লরিতে ফেন্সিডিল এবং অন্যান্য উত্তেজক নেশাদ্রব্য আসছে। এগুলি সহজেই আলু, পেঁয়াজ, মাছের সঙ্গে মহারাজগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির কাছেই বাজারে নির্দিষ্ট জায়গায় চলে আসছে। এসব ঘটনা পুলিশ জানে না এটা কেউই বিশ্বাস করেন না। কারণ গোটা বাজারেই খবর রয়েছে, মহারাজগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির কে ক্যাশিয়ার হিসাবে কাজ করেন। এই ক্যাশিয়ারই নেশাদ্রব্য কারবারিদের কাছে গিয়ে টাকা সংগ্রহ করেন। এনিয়ে অভিযোগ উঠলেও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। এদিন কলেজটিলা পুলিশ ফাঁড়িও দেশি মদ বিক্রেতা আটক করে সাফল্য দেখিয়েছে। কিন্তু পূর্ব থানা এলাকার এই দুটি ফাঁড়ি বড় নেশা কারবারি অপু, রামুদের নেশার গুদামে হাত দেয় না। অভিযোগ দুটি ফাঁড়িই এখন ব্যাপকহারে রোজগার করছে। এর মধ্যে গুঞ্জন রয়েছে অরিন্দম রায় খুব শীঘ্রই শহরের কোনও একটি থানার ওসির দায়িত্ব নিচ্ছেন। এই অজুহাত দেখিয়ে আগে থেকেই রোজগার বাড়িয়ে

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৬,৬৫০
ভরি ঃ ৫৬,৭৫৮

নিয়েছেন তিনি। খোদ আইজি (আইন-শৃঙ্খলা) পর্যন্ত অরিন্দমকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। একই অবস্থা প্রায় বটতলা পুলিশ ফাঁড়ির ক্ষেত্রেও। ফাঁড়ির মধ্যে প্রত্যেক মাসে ১০ লক্ষ টাকার উপর রোজগার হয় শুধুমাত্র জুয়াড়ি এবং নেশা কারবারিদের কাছ থেকে। অথচ ফাঁড়ির ওসিকে বদলি করার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপারের। একই অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে মোহনপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের অফিসেও। মোহনপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের অফিসেই সুবীর দাস নামে এএসআই রয়েছেন। ১০ বছর ধরেই তিনি একই ফাঁড়িতে অবস্থান করে আছেন। অথচ এই এএসআই'র বিরুদ্ধে গোটা মোহনপুর মহকুমা এলাকার গাঁজা পাচারের খবর রয়েছে বলে অভিযোগ। সব জায়গা থেকে পুলিশের ভাগের টাকা তুলে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেন বলে এই সুবীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। যে কারণে সুবীরের বিরুদ্ধে গত ১০ বছরে কোনও এসডিপিও ব্যবস্থা নিতে পারেননি। এমনকী তাকে এসডিপিও অফিস থেকে সরাতেও পারেননি। থানা বা অন্য কোথাও বদলি করার ক্ষমতা পর্যন্ত দেখাতে পারেননি এসডিপিওরা। থানা স্তরের কোনও এএসআই বা তার উপর পদের অফিসাররা দীর্ঘ এত বছর এক জায়গায় থাকার রেকর্ড সম্ভবত খুব কম রয়েছে। এর মধ্যেই রেকর্ড স্থাপনের পথে সুবীর। অন্যদিকে, খুব শীঘ্রই শহরের ● এরপর দুইয়ের পাতায়

AFFIDAVIT

আমি SRI PINTU DAS, পিতা SRI SANKAR CHANDRA DAS, গ্রাম - রাধাকিশোরনগর শরৎপল্লী, পো- মাসনোয়াগাও, থানা- বোধজংনগর, জিলা-পশ্চিম ত্রিপুরা, PIN-799008 আমার পিতার প্রকৃত নাম হইল SRI SANKAR CHANDRA DAS কিন্তু আমার Aadhar Card No-7616 8474 7496 এবং আমার PAN CARD NO- HKVPD9332N উক্ত দুইটি কাগজে আমার পিতার প্রকৃত নাম SRI SANKAR CHANDRA DAS -এর পরিবর্তে SHANKAR DAS আসিয়াছে। তাই অদ্য ১৬.১২.২০২১ইং তারিখে একটি AFFIDAVIT মূলে যার Sl.No-173/Dec/21, নোটারী পাবলিক আগরতলা কোর্ট হইতে আমার পিতার প্রকৃত নাম SRI SANKAR CHANDRA DAS হিসাবে পরিচিতি দিলাম, এবং SRI SANKAR CHANDRA DAS ও SRI SHANKAR DAS একই ব্যক্তি ।

নাইটিংগেল নার্সিং হোম
ধলেশ্বর রোড নং-১৩, ব্লু লোটাস ক্লাব সংলগ্ন, আগরতলা
পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত, উন্নত মানের অপারেশন থিয়েটার, আই.সি.ইউ, এন.আই.সি.ইউ. চিকিৎসা ও পরিষেবা।
সুবিধা গাইনোকোলোজিক্যাল সার্জারী, জেনারেল সার্জারী, অর্থো সার্জারী, এডভান্স ল্যাপ্রোস্কপি/মাইক্রো সার্জারী।

ঃ যোগাযোগ ঃ
0381-2320045 / 8259910536 / 8798106771

বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।